মূর্ত্তি যে আছে ঊর্দ্ধ স্বর্গ কি নিচ পৃথিবীতে কি
৯ পৃথিবীর নিচে জলে তাহারদের কাছে প্রণাম করিও
না ও তাহারদের সেবা করিও না কেননা আমিই
তোমার ঈশ্বর য়িহুহা ঈশ্বর্য্য প্রভু যে পিতার অধর্ম্মের
ভোগ করাই সন্তানের ওপর তাহারদের তৃতীয় ও চতুর্থ
১০ পুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা ঘৃণা করে আমাকে এবং তাহার
দের সহস্রাব্দিকে দয়া করি যে আমাকে প্রেম করে ও
১১ মানে আমার আজ্ঞা। য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের নাম
বেহুদা লইও না য়িহুহাই নিরপরাধি মানিবেন না
১২ তাহাকে যে লয় তাহার নাম বেহুদা। শাবত দিন মান
তাহা পবিত্র করণার্থে যে মত য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
১৩ আজ্ঞা দিয়াছেন তোমাকে। ছয় দিন কর্ম্ম কর ও
১৪ তোমার সকল কার্য্য কর কিন্তু সপ্তম দিন তোমার
ঈশ্বর য়িহুহার শাবত তাহাতে কোন কার্য্য করিও না
তুমিও তোমার পুত্র ও তোমার কন্যা ও তোমার দাস
দাসী বলদ গাধা কোন পশু ও তোমার বাড়ী প্রবাসী
ইত্যাদি ইহাতে তোমার পুরুষ ও নারী চাকর বিশ্রাম
১৫ পাইতে পারিবে তোমার মত। এবং মনে কর যে তুমি
জিলা চাকর মিচর দেশে কিন্তু তোমার ঈশ্বর য়িহুহা
আনিলেন তোমাকে সেখান হইতে পরাক্রান্ত হাতে
এবং বাড়ন ভুজ দিয়া তেকারণে য়িহুহা তোমার
ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন তোমাকে শাবত দিন মানিতে।
১৬ য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সম্ভ্রম
কর তোমার পিতা মাতাকে তোমার বহুকাল স্থিতি
ও লক্ষ্মী হওনের জন্য সে দেশে যাহা য়িহুহা

১৭ তোমার ঈশ্বর দেন তোমাকে। মহা প্রাণী হত্যা করিও
১৮।১৯ না। পরদার করিও না। চুরি করিও না। মিথ্যা
২০ সাক্ষী দিও না তোমার প্রতিবাসীর বিপরিতে।
২১ লোভ করিও না তোমার প্রতিবাসীর আয়াকে লোভ করিও না তোমার প্রতিবাসীর বাটী কিম্বা তাহার ক্ষেত্র কিম্বা তাহার দাস দাসী গরু গাধা ইত্যাদি তোমার প্রতিবাসীর কোন বস্তু।

২২ যিহুহা মহারব করিয়া কহিলেন এ কথা পর্ব্বতে তোমারদের সভাতে অগ্নির মধ্যে ও মেঘ ও ঘোর অন্ধকারে থাকিয়া পরে আর বলিলেন না পরে তিনি পাথরের দুইখান তক্তায় তাহা লেখিয়া আমাকে
২৩ দিলেন। যখন তোমারা শুনিয়াছিলা সে রব অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া একারণ পর্ব্বত অগ্নিতে জ্বলিল তখন তোমরা আমার নিকট আইলা তাহাই তোমারদের গোষ্ঠীর প্রধান ও তোমারদের
২৪ প্রাচীন লোক ও বলিলা দেখ যিহুহা আমারদের ঈশ্বর দেখাইয়াছেন তাহার তেজ ও মহত্ত্বতা আমার দিগকে আমরা ও শুনিয়াছি তাহার রব অগ্নির মধ্যে থাকিয়া আমরা আজি দেখিয়াছ যে ভগবান
২৫ মানুষের সহিত কথা কহিলে সে বাঁচে। অতএব আমরা কেন মরিব এ মহা অগ্নি সংহার করিবে আমার দিগকে যদি আমারা আরবার শুনি যিহুহা আমার
২৬ দের ঈশ্বরের কথা তবে মরিব। সকল প্রাণীর মধ্যে কেতা আমারদের ন্যায় যে অমর ঈশ্বরের রব কথা
২৭ কহিতে২ অগ্নির মধ্যে হইতে শুনিয়া বাঁচে। তুমি

নিকট যাইয়া শুন যে২ সকল কথা আমারদের ঈশ্বর যিহুহা কহিবেন এবং যাহা২ যিহুহা আমারদের ঈশ্বর কহিবেন তোমাকে তাহা সকল কহ আমারদিগকে
২৮ ও আমরা তাহা শুনিয়া করিব। তৎকালে যিহুহা শুনিলেন তোমারদের কথা যখন তোমরা বলিলা আমাকে এবং যিহুহা কহিলেন আমাকে আমি শুনিয়াছি এ লোকের কথা যাহা বলিয়াছে তোমাকে
২৯ তাহারা যাহা কহিয়াছে তাহা ভাল কহিয়াছে। আহা যদি এমন অন্তঃকরণ হইত তাহারদের যদ্যে আমাকে ভয় করণ ও নিত্য আমার সকল আজ্ঞা মাননার্থে তাহারদের ও তাহারদের সন্তানের মঙ্গলের জন্য
৩০ সদাকাল। যা বল তাহারদিগকে আপনার টোলে
৩১ ফিরিয়া যা কিন্তু তুমি দাণ্ডাও এখানে আমার নিকট ও আমি কহিব তোমাকে সে সকল আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা যাহা তুমি শিক্ষা করাইবা তাহারদিগকে তাহারদের করণের কারণ সে দেশে যাহা আমি
৩২ অধিকারার্থে দেই তাহারদিগকে। অতএব সাবধান করিয়া কর যেমত তোমারদের ঈশ্বর যিহুহা আজ্ঞা করিয়াছেন তোমারদিগকে দক্ষিণে বামে ফিরিও না।
৩৩ যে প্রতি পথ তোমারদের ঈশ্বর যিহুহা আজ্ঞা দিয়াছেন তোমারদিগকে তাহাতে চল তোমারদের কল্যান ও বহু কাল স্থিতি হওনের নিমিত্ত সে দেশে যাহার অধিকার পাইবা।

পঞ্চম ৬ এই সে আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা যাহা যিহুহা তোমারদের ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন শিক্ষা করাইতে

তোমারদিগকে তোমারদের তাহা করনের জন্য
সে দেশে যাহার অধিকার পাইতে যাইতেছ তুমি
২ ও তোমার পুত্র পৌত্রাদি যিহুহা তোমার ঈশ্বরকে
ভয় করন ও তাহার সকল বিধি ও আজ্ঞা
মাননার্থে তোমার সকল পুর্য্যায়ুতে এবং তোমার
কাল বাড়নের জন্য।

৩ অতএব হে যিশ্রাল অবধান কর ও করনার্থে যান
তাহা তোমার কল্যানের কারন এবং সে দুগ্ধ মধু পূর্ণ
দেশে অনেক বৃদ্ধি হওনের কারন যেমত যিহুহা
তোমার পিতৃরদের ঈশ্বর করার করিয়াছেন তোমাকে।
৪ হে যিশ্রাল অবধান কর। যিহুহা আমারদের ঈশ্বর
৫ এক যিহুহা। তুমি ও প্রেম কর যিহুহা তোমার
ঈশ্বরকে তোমার সকল অন্তঃকরন ও প্রান ও
৬ বল দিয়া এই কথা যাহা আমি আজি আজ্ঞা
৭ করি তোমাকে থাকুক তোমার অন্তঃকরনে
ও সর্ব্বদা শিক্ষা করাও তাহা তোমার সন্তানকে
৮ ঘরে বসন ও পথে বেড়ান ও শয়ন ও ওঠন কালে
সেই কথা কহ। তাহা চিহ্নের কারন বন্ধ তোমার
হাতের ওপর ও তাহা হওক কপালের চিহ্নের মত
৯ তোমার ভ্রুর মধ্যেস্থানে ও লেখ তাহা তোমার
ঘরের বাজুর ওপর এবং তোমার দ্বারের ওপর।
১০ যিহুহা তোমার ঈশ্বর তোমাকে সে দেশে আনিলে
যাহা তোমাকে দিতে কিরা করিলেন তোমার পিতৃ
গন আব্রাহম ইজহক্হাক ও যাঁকুবকে বড় ও বিলক্ষন
১১ সহরই যাহা তুমি না গাঁথিয়াছ। ও সকল উত্তম

সামগ্রী পূর্ণ ঘর যাহা তুমি পূর্ণ না করিয়াছ ও খোদা কূপ যাহা তুমি না খোদিয়াছ ও দ্রাক্ষা ও জিত
১২ ক্ষেত্র যাহা তুমি না রুপিয়াছ ও যখন খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছ। তখন সাবধান হও পাছে
১৩ বিস্মৃতি হইবে য়িহুহা যিনি আনিলেন তোমাকে মিসর দেশ হইতে গোলামী ঘর হইতেই। ভয় করিও
১৪ য়িহুহা তোমার ঈশ্বরকে এবং তাহার সেবা কর এবং তাহার নাম লইয়া কিরা কর। অন্য ঈশ্বরের
১৫ পশ্চাত যাইও না তাহাই অন্য লোকের দেবতা যে তোমার চতুর্দ্দিগে। য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর
ক্ষন্য প্রভুই আছেন তোমারদের মধ্যে পাছে য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া সংহার করিবেন তোমার দিগকে পৃথিবীর মুখ হইতে।
১৬ পরিক্ষা করিও না য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বরকে
১৭ যেমন পরিক্ষা করিলা তাহাকে মসায়। য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের আজ্ঞা ও তাহার ব্যবস্থা ও তাহার বিধি যাহা আজ্ঞা দিয়াছেন তোমারে তাহা
১৮ সর্ব্বদা কর। ও যাহা ভাল ও প্রকৃত য়িহুহার গোচরে তাহা কর তোমারদের কল্যান ও ভিতরে যাইয়া সে বিলক্ষন দেশাধিকার পাওনার্থে যাহা
১৯ য়িহুহা কিরা করিলেন তোমার পিতৃগনকে বাহিরে ফেলাইতে তোমার সকল শত্রুগনকে তোমার আগে যেমত য়িহুহা কহিয়াছেন।
২০ যখন তোমার পুত্র আগত কালে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবে তোমাকে সে সাক্ষী ও বিধি ও ব্যবস্থা যাহা

য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন
২১ তোমাকে তাহা কি২। তখন বল তোমার পুত্রকে
আমরা ছিলাম ফারোওার গোলায় মিসরে এবং
য়িহুহা পরাক্রান্ত হাতে আনিলেন আমারদিগকে
২২ মিসর হইতে। এবং য়িহুহা দেখাইলেন বড় ও
পিতনীয় চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কায মিসর ও ফারোওা ও
তাহার সকল পরিজনের উপর আমারদের গোচরে
২৩ তিনি ও বাহিরে আনিলেন আমারদিগকে সেখান
হইতে ভিতরে আনিয়া সে দেশ আমারদিগকে
দেওনার্থে যাহা কিরা করিলেন আমারদের পিতৃর
২৪ দিগকে। এবং য়িহুহা আজ্ঞা করিলেন আমার
দিগকে করিতে এ সকল বিধি এবং য়িহুহা আমার
দরঈশ্বরকে ভয় করিতে আমারদের নিত্য কল্যানের
কারন তাহাতে তিনি জীবত রক্ষা করিবেন আমার
২৫ দিগকে আজিকার মত। এবং তাহা হবে
আমারদের ধর্ম্ম যদি আমরা এ সকল আজ্ঞা মানিতে
প্রবর্ত্ত হই য়িহুহা আমারদের ঈশ্বরের গোচরে
যেমত তিনি আজ্ঞা দিলেন আমারদিগকে।

পর্ব্ব ৭ যখন য়িহুহা তোমার ঈশ্বর আনিবেন তোমাকে
সে দেশে যাহার অধিকার লইতে তুমি যাইতেছ এবং
যখন বাহিরে ফেলিবেন অনেক বর্ণ তোমার আগে
ক্ষতী গার্গশী আমরী কনাঁয়নী ফারজী ফ্রোয়ী ও
২ য়িবুসী সাত বর্ণ তোমা হইতে বড় ও বলবান এবং
যখন য়িহুহা তোমার ঈশ্বর দিবেন তাহারদিগকে
তোমার আগে তখন মার ও ষোলয়ানা সং-হারকর

তাহারদিগকে। তাহারদের সহিত বন্দোবস্ত করিও
৩ না ও দয়া করিও না তাহারদিগকে। বিবাহ করিও
না তাহারদের সহিত তোমার কন্যা দেও না তাহার
পুত্রকে ও তাহার কন্যা লইও না তোমার পুত্রের
৪ কারন তাহারাই ফিরাইবে তোমার পুত্রকে আমার
পশ্চাত যাওন হইতে অন্য ঈশ্বর সেবা করনেতে
তেকারন যিহুহার ক্রোধ তোমার বিপরিতে প্রজ্বলিত
৫ হইয়া সত্বর সংহার করিবেন তোমাকে। কিন্তু
এমত কর তাহারদিগকে নষ্ট কর তাহারদের যজ্ঞ
কুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেল তাহারদের প্রতিমা কাটিয়া ফেল
তাহারদের দেবস্থান ও অগ্নিতে পোড়াও তাহারদের
৬ খোদকারি প্রতিমাগুলাকে। তুমিই ধার্ম্মিক লোক
যিহুহা তোমার ঈশ্বরের কারন। যিহুহা তোমার
ঈশ্বর পশন্দ করিয়াছেন তোমাকে আপনার এক
স্বীয় লোক হওনের কারন সকল লোক হইতে
৭ যে বাস করে পৃথিবীর মুখের ওপর। যিহুহা প্রেম
করিলেন না ও পশন্দ করিলেন না তোমারদিগকে
তোমারদের সকল লোক হইতে অনেক হওনের হেতু
৮ তোমরা বটে সকল লোক হইতে অল্প। কিন্তু যিহুহা
প্রেম করিলেন তোমারদিগকে ও রাখিতে চাহিলেন
সে কিরা যাহা করিয়াছিলেন তোমারদের পিতৃরদের
সহিত তেকারন যিহুহা পরাক্রান্ত হাত দিয়া আনি
লেন ও খালাস করিলেন তোমারদিগকে গোলামের
ঘর হইতে মিসরের রাজা ফারোওার হাত হইতেই।

৯ অতএব জান তোমরা যিহুহা তোমার ঈশ্বর তিনিই
ঈশ্বর বিশ্বাসি প্রভু যিনি রক্ষা করেন বন্দোবস্ত ও
কৃপা তাহারদের সহিত যাহারা প্রেম করে তাহাকে ও
১০ মানে তাহার আজ্ঞা সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত ও যাহারা
ঘৃণা করে তাহাকে তাহার দিগকে আপনারদের মুখে
দায়া করেন সংহার করিতে তাহারদিগকে তিনি
গৌন করিবেন না তাহার প্রতি যে ঘৃণা করে তাহাকে
১১ তিনি দায়া করিবেন তাহাকে তাহার মুখে। অতএব
যে সকল আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যাবস্থা আমি আজি
দিতেছি তোমারদিগকে সে সকল পালন করিয়া কর।
১২ যদি তোমরা এ সকল ব্যাবস্থা পালন ও রক্ষা করিয়া
কর তবে যিহুহা তোমার ঈশ্বর পালন করিবেন সে
বন্দোবস্ত ও কৃপা তোমার প্রতি যাহা তিনি কিরা
১৩ করিলেন তোমার পিতৃরদিগকে তিনি ও প্রেম করিবেন
ও আশীর্ব্বাদ দিবেন এবং বৃহত করিবেন
তোমাকে তিনি ও বর দিবেন তোমার গর্ব্বফল ও
তোমার ভূমিফল তোমার শস্য ও দ্রাক্ষা রস ও
তৈল ও তোমার গবর উৎপন্ন ও তোমার মেষের
পাল সে দেশে যাহা তোমাকে দিতে কিরা করিলেন
১৪ তোমার পিতৃগনকে। তুমি হবা সমস্ত লোক হইতে
অধিক বরপাত্র পুরুষ কি মাইয়া বন্ধ্যা হইবে না
তোমারদের কি তোমারদের পশুগনের মধ্যে।
১৫ যিহুহা ও যাগুাইবেন সকল রোগ তোমা হইতে ও
মিচরের কোন মন্দ রোগ যাহা তোমারদিগকে তাহা দিবেন
না তোমার ওপর কিন্তু দিবেন সে সকল তাহারদের

১৬ ওপর যাহারা দুর্নাম করে তোমাকে। এবং যে সকল
লোক য়িহুহা তোমার ঈশ্বর দিবেন তোমাকে সে
সকল সংহার কর তোমার চক্ষুর দয়া হওক না
তাহারদের ওপর তাহারদের দেবতারদের সেবা করিও
১৭ না তাহাই হবে তোমার এক ফাঁদ। তুমি যদি মনে বল
এ বর্ন আমা হইতে অধিক আমি কি মত নিরধিকার
১৮ করাইব তাহারদিগকে ভয় করিও না তাহার
দিগকে মনে রাখ য়িহুহা তোমার ঈশ্বর কি
১৯ করিলেন ফারোওা ও সকল মিসরীদিগকে সে বড়
পরিক্ষা যাহা তোমার চক্ষু দেখিয়াছে সে চিহ্ন ও
চমৎকার কার্য্য সে শক্তি হাত ও বাড়ান ভুজ
যাহাতে য়িহুহা তোমার ঈশ্বর বাহিরে আনিলেন
তোমাকে। সে মত য়িহুহা তোমার ঈশ্বর করিবেন
সে সকল লোককে যাহারদের বিষয় ভয়ার্থ
২০ হইতেছ। য়িহুহা তোমার ঈশ্বর ও ভেমরুল পাঠাইবেন
তাহারদের মধ্যে তাহারদের সকল বক্রি লোক যে
আপনারদিগকে লুকায় সংহার হওন পর্য্যন্ত।
২১ ভয় করিও না তাহারদিগকে য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
আছেন তোমারদের মধ্যে তিনিই শক্তিমন্ত ও
২২ ভয়ঙ্কার প্রভু। এবং য়িহুহা তোমার ঈশ্বর ক্রমে
দূর করিবেন সে বর্ণগিনকে তোমার আগে একিবার
সংহার করিতে পারা না তাহারদিগকে পাছে বন
২৩ পশু বাড়ায় তোমার ওপর কিন্তু য়িহুহা তোমার
ঈশ্বর দিবেন তাহারদিগকে তোমার হাতে ও
মহা সংহার করিয়া নষ্ট করিবেন তাহারদিগকে

২৪ তাঁহারদের সর্ব্বনাশ হওন পর্য্যন্ত। এবং তিনি দিবেন
তাহারদের রাজাগণ তোমার হাতে ও তুমি সংহার
করিবা তাহারদের নাম স্বর্গের নিচে হইতে কাক
শক্তি হবে না রহিতে তোমার আগে তোমার তাহার
২৫ দিগকে সংহার করণ পর্য্যন্ত। আগুন দিয়া
পোড়াইয়া ফেল তাহারদের দেবতার খোদকারি প্রতিমা
যে সোনা রূপা তাহারদের ওপর তাহা আশা করিও
না ও লইও না পাছে বিরা যাবা সে ফাঁদে তাহা
২৬ ঘিহুহা তোমার ঈশ্বরের এক হারাম বস্তু। হারাম
বস্তু আনিও না তোমার ঘরে পাছে তুমি হইবা
ঘৃনিত বস্তু তাহার মত তাহা ঘোলয়ানা ঘৃণা কর ও
ঘোলয়ানা হারাম মান। তাহাই হারাম বস্তু।

৮ পর্ব্ব যে সকল আজ্ঞা আমি আজি দিয়াছি তোমাকে
সে সকল মান ও কর তোমারদের বাঁচন ও বাড়ন
ও প্রবেশ করিয়া পাওনার্থে সে দেশাধিকার যাহা
ঘিহুহা কিরা করিলেন তোমারদের পিতৃরদিগকে।
২ মনে কর সে সকল পথ যাহা ঘিহুহা তোমার ঈশ্বর
দেখাইলেন তোমাকে অরণ্যতে এ চল্লিশ বৎসর
অল্পতা করাইতে তোমাকে ও তোমার পরিক্ষা লইতে
ও জানিতে তোমার অন্তঃকরনে কিং ও যদি তাহার
৩ আজ্ঞা মানিবা কি না। তিনি অল্পতা করাইলেন ও
ক্ষুধিত হইতে দিলেন ও মান খাওয়াইলেন তোমাকে
যাহা তুমি ও তোমার পিতৃগন জানিল না জানাইতে
তোমাকে যে মানুষ কেবল খাওনেতে বাঁচে না কিন্তু

পুনরুক্তি বাক্যতে যে বাহিরে যিহুদার মুখ হইতে মানুষ
৪ বাঁচে। তোমার পরিচ্ছদ পুরান হইল না তোমার
গায় ও তোমার পা ফুলিল না এ চল্লিশ বৎসর।
৫ অন্তঃকরণে ভাবিবে যে মত মানুষ তাহার পুত্রকে
শাস্তি দেয় সে মত যিহুদা তোমার ঈশ্বর শাস্তি দেন
৬ তোমাকে। অতএব মান ও কর যিহুদা তোমার
ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহার পথে চলন ও তাহাকে
৭ ভয় করণার্থে। কেননা যিহুদা তোমার ঈশ্বর
আনিতেছেন তোমাকে ভাল দেশে জলের নদী ও
ঝরণাই ও গভীরযুক্ত দেশে যে বাহিরে মাট ও পর্ব্বত
৮ হইতে। গোম ও যব ও দ্রাক্ষা ও ডুমুর ও দাড়িম্ব
৯ বৃক্ষের দেশ তিক্ত তৈল ও মধু দেশ। এক দেশ যাহাতে
দরিদ্রতা বিনা খাইতে পারিবা তাহার মধ্যে তোমার
কিছু কমি হইবে না। এক দেশ যাহার পাথর লোহা
১০ ও যাহার পর্ব্বত হইতে পিতল খুদিতে পার। তুমি
খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলে স্তব কর যিহুদা তোমার
ঈশ্বরকে সে ভাল দেশের কারণ যাহা দিয়াছেন
১১ তোমাকে। সাবধান বিস্মৃতি হইও না যিহুদা
তোমার ঈশ্বরকে তাহার সে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা ও বিধি
না মানিয়া যাহা আমি আজি দেই তোমাকে
১২ পাছে খাইয়া ও পরিতৃপ্ত হইয়া ও বিলক্ষণ ঘর
১৩ গঠিয়া ও তাহার মধ্যে বাস করিয়া ও তোমার
গোরু গরু পাল ও স্বর্ণ রূপা ও তোমার সকল সম্পত্তি
১৪ বাড়াইলে তোমার মন ওমানি হয় এবং তোমার
বিস্মৃতি হয় যিহুদা তোমার ঈশ্বরকে যিনি আনিলেন

তোমাকে মিসর দেশ হইতে দাসীয় ঘর হইতেই।
১৫ যিনি তোমাকে পথ দেখাইলেন সে মহা ও ভয়ঙ্কার
বন দিয়া যেখানে জ্বলন্ত সর্প ও বিষকাঁকড়ি ও নির্জ্জল
স্থান যেখানে জল নহে যিনি বাহির করিলেন জল চক
১৬ মকি পর্ব্বত হইতে তোমার কারণ। যিনি তোমাকে
মান খাওয়াইলেন কাননে যাহা তোমার পিতৃগণ
চিনিল না অল্পতা করাইতে তোমাকে ও তোমার
১৭ পরিক্ষা লইতে তোমার ভাগ্য করিতে শেষে। পাছে
তুমি অন্তঃকরণে বল আমার পরাক্রম ও আমার
হাতের শক্তি পাইয়াছে এ সকল সম্পদ আমার জন্য।
১৮ কিন্তু মনে রাখ যিহুহা তোমার ঈশ্বরকে তিনিই
দিতেছেন ধন পাইবার পরাক্রম তোমাকে তাহাতে তিনি
স্থির করিবেন তাহার বন্দোবস্ত যাহা করিয়াছেন তোমার পিতৃগণের সহিত যেমত আজি।
১৯ এবং এমত হইবে যদি কোন মতে বিস্মৃতি হও যিহুহা
তোমার ঈশ্বরকে এবং অন্য ঈশ্বরের পথে যাও
ও তাহারদের সেবা ও পূজা কর তবে আমি আজি
সাক্ষী দেয় তোমারদের বিপরিতে যে তোমারদের
অবশ্য বিনাশ হইবে। তোমরা যিহুহা তোমার ঈশ্বরের
২০ আজ্ঞাবহ ছিলা না অতএব তোমারদের বিনাশ হবে,
সে বর্ণিনের মত যাহারদিগকে যিহুহা সংহার
করেন তোমার সম্মুখ হইতে।

পর্ব্ব ৯ শুনহে যিশরাল আজি তোমার যির্দ্দনের পার হইতে
হইবে যাইয়া বর্ণেরদের অধিকার পাইতে যাহারা
তোমা হইতে বড় ও বলবান ও সহর বড় এবং স্বর্গ

২ পর্য্যন্ত বেড়ান। এক লোক বড় ও লম্বা ঊনাকের
সন্তান যাহারদের বিষয় তুমি জ্ঞাত হইয়াছ
ও শুনিয়াছ কে স্থির হইতে পারিবে ঊনাকের
৩ সন্তানের অগ্রে। অতএব আজি জান যিহুহা
তোমার ঈশ্বর তিনি যিনি পার হইতেছেন তোমার
অগ্রে নাশক অগ্নির মত তিনি সংহার করিবেন
ও অল্প করাইবেন তাহারদিগকে তোমার সম্মুখে
যাহাতে তুমি শীঘ্র খেদাইয়া সংহার করিবা তাহা
রদিগকে যেমত যিহুহা কহিয়াছেন তোমাকে।
৪ অন্তঃকরনে এ কথা কহিও না যিহুহা তোমার ঈশ্বর
তাহারদিগকে বাহির ফেলনের পরে তোমার সম্মুখ
হইতে আমার ধর্ম্মের কারন যিহুহা ভিতরে
আনিয়াছেন আমাকে এ দেশাধিকার পাইতে কিন্তু
সে বর্ণগনের দুষ্টতার কারন যিহুহা খেদিয়া
৫ দেন তাহারদিগকে তোমার সম্মুখ হইতে। তোমার
ধর্ম্ম কিম্বা অন্তঃকরনের শুদ্ধতার কারন নহে যে
তুমি যাইতেছ তাহারদের দেশাধিকার পাইতে কিন্তু
সে বর্ণের দুষ্টতার কারন যিহুহা তোমার ঈশ্বর
খেদাইয়া দেন তাহারদিগকে তোমার সম্মুখ হইতে
এবং সে কথা পূর্ণ করিতে যাহা যিহুহা কিরা
করিলেন তোমার পিতৃ আবরহাম ইচহক্ক ও
৬ যাঁকূবকে। অতএব জ্ঞাত হও যে যিহুহা তোমার ঈশ্বর
দেন না এ ভাল দেশাধিকার তোমাকে তোমার ধর্ম্মের
কারন কেননা তুমি এক আলক্ষালা লোক।
৭ মনে রাখ বিস্মৃতি হইও না কি মতে ক্রোধ

করাইয়াছ যিহোবা তোমার ঈশ্বরকে অরণ্যে সে
দিনাবধি যাহাতে প্রস্থান করিয়াছ মিসর দেশ হইতে
তোমার এ স্থানে পৌঁছন পর্য্যন্ত তোমরা ছিলা
৮ অতিক্রান্ত যিহোবার বিপরিতে। ক্ষরবে ও তোমরা
ক্রোধ করাইলা যিহোবাকে যে মতে যিহোবা তোমারদের
বিনাশার্থে ক্রোধিত ছিলেন তোমারদের ওপর।
৯ যখন আমি গিয়াছিলাম পর্ব্বতে সে পাথরের তক্তা
পাওনার্থে তাহাই বন্দোবস্তের তক্তা যাহা যিহোবা
করিলেন তোমারদের সহিত তখন আমি পর্ব্বতে
স্থিতি করিলাম চল্লিশ দিবারাত্রি আমি ভক্ষ্য খাইলাম
১০ না জল পীলাম না। এবং যিহোবা দিলেন আমাকে
ঈশ্বরের অঙ্গুলি লেখা দুইখান পাথরের তক্তা তাহাতে
লেখা ছিল সে সকল কথা যাহা যিহোবা কহিলেন
তোমারদের সহিত পর্ব্বতে সভার দিনে অগ্নির
১১ মধ্যে থাকিয়া। চল্লিশ দিবারাত্রির শেষে যিহোবা
দিলেন তোমাকে সে পাথরের দুইখান তক্তা সে
১২ বন্দোবস্তের তক্তাই। এবং যিহোবা কহিলেন আমাকে
ওঠ শীঘ্র নাম এখান হইতে কেননা তোমার যে
লোক আনিয়াছ মিসর দেশ হইতে তাহারা নষ্ট
করিয়াছে আপনারদিগকে তাহারা শীঘ্র ছাড়িয়াছে
সে পথ যাহা আমি আজ্ঞা দিয়াছিলাম তাহারদিগকে
১৩ তাহারা সাঁচুয়া প্রতিমা বানাইয়াছে। যিহোবা ও এ
কথা কহিলেন আমাকে আমি এ লোককে দেখিয়াছি
১৪ দেখ তাহারা অলক্তীলা লোক। আমাকে ছাড়িয়া
দেহ যেন নষ্ট করিব ও কাটিয়া ফেলিব তাহার

দের নাম স্বর্গের নিচে হইতে পরে তোমাকে করাইব
১৫ এক বর্ণ তাহারদিগ হইতে বলবান ও বড়। অতএব
আমি ফিরিয়া পর্ব্বত হইতে নামিলাম তৎকালে
পর্ব্বত অগ্নিতে জ্বলিল ও সে বন্দোবস্তের দুই শুক্
১৬ জিল আমার হাতে। পরে আমি দৃষ্টি করিয়া
দেখ তোমরা পাপ করিয়াজিলা যিহুহা তোমারদের
ঈশ্বরের বিপরিতে ও নির্ম্মান করিয়াজিল একটা
সাঁচুয়া চালা বাছুর তোমরা শীঘ্র সে পথ ছাড়িয়াজিল
যাহা যিহুহা আজ্ঞা করিয়াজিলেন তোমারদিগকে।
১৭ তখন আমি সে দুই শুক্ল লইয়া ফেলিয়া দিলাম
আমার দুই হাত হইতে ও ভাঙ্গিলাম তাহা তোমার
১৮ দের গোচরে ও আমি পড়িলাম যিহুহার সাক্ষাৎ
পূর্ব্বয় সময়ের মত চল্লিশ দিবারাত্রি আমি ভক্ষ্য
খাইলাম না জল পীলাম না তোমারদের সকল পাপের
কারন যাহা তোমরা করিয়াজিলা কুক্রিয়া করনেতে
১৯ যিহুহার গোচরে ক্রোধি করাইতে তাহাকে। কেননা
আমি ভয়ার্থ জিলাম সে ক্রোধি ও প্রজ্বলিত রোষের
কারন যাহাতে যিহুহা ক্রোধিত জিলেন তোমারদের
ওপর সংহার করিতে তোমারদিগকে কিন্তু সে
২০ কালে ও যিহুহা শুনিলেন আমার কথা। যিহুহা ও
বড় ক্রোধিত জিলেন আহারনের ওপর নাশ করিতে
তাহাকে সে সময় ও আমি নিবেদন করিলাম
২১ আহারনের কারন। পরে তোমারদের পাপ সে
বাছুরই যাহা আমরা নির্ম্মান করিয়াজিলা অগ্নিতে

পোড়াইলাম ও চূর্ণ করিলাম ও অতি ক্ষুদ্র২ পিশিলাম
ধূলার ন্যায় তারপর তাহার সে ধূলা ফেলিলাম
২১ সে নদীতে যাহা বাহিরে পর্ব্বত হইতে। তবরাঁয়
ও এবং মস্যায় ও কবরত ক্ষতাবায় তোমরা ক্রোধ
২২ করাইল য়িহুহাকে। যখন য়িহুহা ও পাঠাইলেন
তোমারদিগকে কদশ বরণাঁ হইতে কহিয়া যাও যে
দেশ আমি দিয়াছি তোমারদিগকে তাহার অধিকার
লও তখন তোমরা য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বরের
আজ্ঞা অতিক্রম করিল ও তাহাকে প্রত্যয় করিল না
২৪ ও তাহার কথা শুনিলা না তোমরা ছিলা ঠেঁটা
য়িহুহার বিপরিতে সে দিনাবধি যাহাতে আমি চিনি
লাম তোমারদিগকে।

২৫ এ মত আমি চল্লিশ দিবারাত্রি পড়িলাম য়িহুহার
সম্মুখে যে মত প্রথমে পড়িলাম কেননা য়িহুহা
২৬ তোমারদিগকে সংহার করিতে কহিয়াছিলেন অতএব
আমি নিবেদনকরিলাম য়িহুহার ঠাঁই ও বলিলাম
হে ঈশ্বর ভগবান নাশ করিও না তোমার লোক ও
তোমার অধিকার যাহারদিগকে খালাস করিয়াছ
তোমার মহত্বতা করনক যাহারদিগকে শক্তি হাত
২৭ দিয়া আনিয়াছ মিসর হইতে। মনে কর তোমার দাস
আবরহাম য়িসহক্ক ও যাঁকুবকে এ লোকের একগুঁয়া
২৮ ও দুষ্টতা ও পাপের ওপর দৃষ্টি করিও না পাছে সে
দেশ যাহা হইতে আনিয়াছ আমারদিগকে বলে
য়িহুহা আনিতে পারিলেন না তাহারদিগকে সে
দেশে যাহা করার করিয়াছেন তাহারদিগকে তিনি ও

ঘৃণা করিলেন তাহারদিগকে তেকারণে বাহির করিয়া
২১ আনিলেন তাহারদিগকে বলে যান করণার্থে কিন্তু
তাহারা তোমার লোক ও তোমার অধিকার যাহার
দিগকে বাহিরে আনিয়াছ তোমার মহা পরাক্রম ও
বিস্তারীয় হাতের করনক।

পর্ব্ব ১০ সে সময় য়িহুহা কহিলেন আমাকে প্রথমের মত
পাথরের দুইখান তক্তা নির্ম্মান করিয়া পর্ব্বতে
২ আইসহ আমার কাছে একটা কাষ্ঠের সিন্দুক ও কর।
পরে যে কথা ছিল প্রথম তক্তে যাহা ভাঙ্গিয়াছ সে
৩ কথা লেখিব এ তক্তায় ও তাহা সিন্দুকে থুও। তাহাতে
আমি বনাইলাম এক শটা কাষ্ঠের সিন্দুক ও দুই
খান পাথরের তক্তা প্রথমের মত করিয়া পর্ব্বতে
৪ গেলাম সে দুই তক্তা হাতে করিয়া। পরে তিনি
লেখিলেন তক্তার ওপর প্রথম লেখনের কথা সে দশ
আজ্ঞাই যাহা য়িহুহা কহিলেন তোমারদিগকে
পর্ব্বতে অগ্নির মধ্যে থাকিয়া সভার দিনে য়িহুহা
৫ ও তাহা দিলেন আমাকে। তখন আমি মুখ ফিরিয়া
নামিলাম পর্ব্বত হইতে ও থুইলাম সে তক্তা সিন্দুকের
ভিতরে যাহা আমি বানাইয়াছিলাম ও তাহা সেখানে
থাকে যেমন য়িহুহা আজ্ঞা করিলেন আমাকে।

৬ তারপর য়িশরালের সন্তান যাত্রা করিল য়িউকনের
সন্তানের বারত হইতে মোশরায় সেখানে আহারন
মরিল ও সেখানে কবর পাইল ও তাহার পুত্র
আলিয়েঁজর যাজকুতা কার্য্য করিল তাহার স্থানে।

৭ সেখান হইতে তাহারা যাত্রা করিল গিদগিদায় এবং
গিদগিদা হইতে য়িটবতে তাহাই নদীর দেশ।
৮ সে সময় য়িহুহা ভিন্ন করাইলেন লোঈ গোষ্ঠী
বহিতে য়িহুহার বন্দোবস্তের সিন্দুক দাণ্ডাইতে
য়িহুহার সাক্ষাতে তাহার সেবা করণ ও বর দেওনার্থে
৯ য়িহুহার নামে আজি পর্য্যন্ত। অতএব লোঈর
ভাগ কি অধিকার নহে তাহার ভ্রাতার সহিত
য়িহুহা আছেন তাহার অধিকার যেমন য়িহুহা
১০ তোমার ঈশ্বর করার করিলেন তাহাকে। তৎকালে
আমি তিষ্ঠিলাম পর্ব্বতে প্রথম সময়ের মত চল্লিশ
দিবারাত্রি সেই সময় য়িহুহা অবধান করিলেন
আমার কথা এবং য়িহুহা সংহার করিলেন না
১১ তোমাকে। য়িহুহা ও কহিলেন আমাকে উঠ যাত্রা
কর লোকের আগে যেন তাহারা প্রবেশ করিয়া সে
দেশাধিকার পাইবে যাহা তাহারদিগকে দিতে কিরা
করিলাম তাহারদের পিতৃগণেকে।
১২ এখন য়িশরালহে য়িহুহা তোমার ঈশ্বর কি চাহেন
তোমার তাঁই বিনা ভয় করিতে য়িহুহা তোমার
ঈশ্বরকে ও চলিতে তাঁহার পথে ও প্রেম করিতে
তাঁহাকে ও তোমার ঈশ্বর য়িহুহার সেবা করিতে
১৩ তোমার সকল অন্তঃকরণ ও সকল প্রান দিয়া।
১৪ ও য়িহুহার সে সকল আজ্ঞা ও বিধি করিতে যাহা
আমি আজি দিয়াছি তোমাকে তোমার কল্যানের
নিমিত্ত। দেখ স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ য়িহুহা তোমার
ঈশ্বরের এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যের সকল।

কেবল য়িহুহার প্রেম ছিল তোমার পিতৃরদেরদিগে
১৫ স্নেহ করিতে তাহারদিগকে ও তিনি পশন্দ করিলেন
তাহারদের সন্তানেরদিগকে তাহারদের পরে
তাহাই তোমারদিগকে সকল লোকের ওপর
১৬ যেমত আজি। অতএব তোমারদের অন্তঃকরনের
নুন্যার ত্বকচ্ছেদন কর ও আর হইও না অলক্ষীলা
১৭ কেননা তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহা ঈশ্বরের ঈশ্বর
১৮ এবং ভগিবানের ভগিবান তিনি মহা প্রভু শক্তিমন্ত
ও ভয়ঙ্কর তিনি মুখাবলোকন করেন না ও নজর
লয়েন না তিনি করেন পিতাহীন ও বিধবার এনসাফ
ও স্নেহ করেন বিদেশিকে ভক্ষ্য কাপড় তাহাকে
১৯ দেওনে। অতএব প্রেম কর বিদেশিকে কেননা
তোমরা ছিলা বিদেশি মিজর দেশে। ভয় কর
২০ য়িহুহা তোমার ঈশ্বরকে ও তাহার সেবা কর
ও তাহার কাছে থাকহ ও তাহার নাম লইয়া কিরা
২১ কর। তিনি তোমার স্তব্য ও তিনি তোমার ঈশ্বর
যিনি করিয়াছেন এ সকল বড় এ ভয়ঙ্কর কার্য্য তোমার
কারন যাহা তোমার চক্ষু দেখিয়াছে। তোমার
২২ পিতৃগন মিজরে গেল সত্তরি লোক সকল সুদ্ধি কিন্তু
এখন য়িহুহা তোমার ঈশ্বর অনেক করাইয়াছেন
তোমাকে স্বর্গের নক্ষত্রের ন্যায়।

পর্ব্ব ১১ অতএব প্রেম কর য়িহুহা তোমার ঈশ্বর ও কর
তাহার হুকুল্য ও বিধি ও ব্যবস্থা ও আজ্ঞা। আজি
২ জানহ তোমরা কেননা আমি বলি না তোমারদের

ছালিয়ারদের সহিত যে না জানিয়াছে ও যাহারা না
দেখিয়াছে তোমার ঈশ্বর যিহুহার শাস্তি ও মহত্ত্বতা
৩ ও শক্তি হাত ও বাহুনীয় ভুজ ও আশ্চর্য্য কার্য্য এবং,
তাহার যাহা করিয়াছেন মিসরের ফারোতা রাজা ও
৪ তাহার সকল দেশকে। ও তিনি কি করিলেন
মিসরের সৈন্যগিন তাহারদের ঘোড়া ও রথগিনকে
কেমন তিনি ওরাবী সমুদ্রের জলে ঢাকাইলেন তাহার
দিগকে যাবৎ তাড়িতেছিল তোমারদিগকে এবং
কেমন যিহুহা সংহার করিলেন তাহারদিগকে
৫ আজি পর্য্যন্ত। তিনি কি করিলেন তোমারদিগকে
বনে তোমারদের এ স্থানে পৌঁছন পর্য্যন্ত। ও তিনি
৬ কি করিলেন রাউবনের সন্তান আলিয়াবের পুত্র
দত্তন ও আবিরামকে কি মতে পৃথিবী মুখ খুলিয়া
গ্রাস করিল তাহারদিগকে ও তাহারদের কুটুম্ব ও
তাম্বু ও সকল সামগ্রী তাহারদের যাহা ছিল সমব
৭ য়িশরালের মধ্যে। কিন্তু তোমারদের চক্ষু দেখিয়াছে
যিহুহার সকল কৃত কার্য্য অতএব যে সকল আজ্ঞা
৮ আমি আজি দেই তোমারদিগকে তাহা যান তোমার
দের বলবান হওন ও যাইয়া সে দেশ করতল করণার্থে
যাহার অধিকার পাওনের জন্য যাইতেছ। ও
৯ তোমারদের দিন বাড়ানার্থে সে দেশে যাহা যিহুহা
তোমারদের পিতৃরদিগকে কিরা করিলেন তাহারদের
সন্তানেরদিগকে দিতে এক দুগ্ধ মধু পূর্ণ দেশ যে
১০ দেশের অধিকার লইতে যাইতেছ তাহা মিসর
দেশের মত নহে যাহা ছাড়িয়া আইলা যাহাতে বীজ

শুনিলেন জল সে চাইয়াছ শাকের ওদ্যানের মত।
১১ সে দেশ যাহার অধিকার পাইতে যাইতেছ তাহা
পর্ব্বত ও মাটের দেশ ও স্বর্গের বৃষ্টি জল খায়া
১২ দেশ এমন দেশ যে য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর ভাল
বাসনে। য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের চক্ষু নিত্য
তাহার ওপর বৎসরের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত।
১৩ যদি তোমরা একান্ত অবধান কর আমার আজি
কার আজ্ঞা য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর তোমার
দের সকল অন্তঃকরনে ও সকল প্রানে প্রেম করিতে
১৪ ও তাহার সেবা করিতে তবে আমি দিব তোমার
দেশের বৃষ্টি ওচিত কালে প্রথম ও শেষ বৃষ্টি তোমার
দের সস্য ও দ্রাক্ষা রস ও তৈল একত্র করনের কারন
১৫ আমি ও ঘাশ দিব তোমারদের ক্ষেত্রে তোমারদের
পশুর কারন যেন তুমি খাইতে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবা।
১৬ সাবধান হও পাছে তোমারদের অন্তঃকরন ঠকি
পাইলে তোমরা ফিরিবা ও অন্য ঈশ্বরের সেবা ও
১৭ ভজনা করিবা। এবং য়িহুহার কোপ তোমারদের
ওপর প্রজ্বলিত হইয়া তিনি স্বর্গ বন্ধ করিবেন যেন
বৃষ্টি ও ক্ষেত্রের ফল হইবে না ও তোমরা শীঘ্র ক্ষয়
হইবা সে ভাল দেশ হইতে যাহা য়িহুহা দিতেছেন
তোমারদিগকে।
১৮ অতএব তোমারদের অন্তঃকরন ও প্রানে রাখ এ
আমার কথা ও চিহ্নার্থে বদ্ধতে তাহা আমারদের
হাতের ওপর তাহা হইবে যেন কপালের চিহ্ন
১৯ তোমারদের ভ্রুর মধ্যখানে। তাহা ও শিক্ষাও

তোমারদের সন্তানকে তোমার ঘরে বসন ও পথে
২০ গমন ও শয়ন ও উঠন সময়ে তাহা ও লেখা তোমার
২১ ঘরের বাজু ও দ্বারের ওপর। তোমারদের ও তোমার
দের সন্তানেরদের বহুকাল স্থিতি হওনার্থে সে
দেশে যাহা দিতে যিহুহা কিরা করিলেন তোমারদের
পিতৃগনকে যেমন স্বর্গের দিন পৃথিবীর ওপর।

২২ যদি তোমরা যান এ সকল আজ্ঞা যাহা আমি
দিতেছি তোমারদিগকে যিহুহা তোমারদের ঈশ্বরকে
প্রেম করিতে ও তাঁহার পথে চলিতে ও তাহার
২৩ সহিত থাকিতে তবে যিহুহা খেদাইয়া দিবেন সে
সকল বর্ণ তোমারদের সম্মুখ হইতে তোমরা ও হবা
বর্ণেরদের অধিকারী যাহারা তোমারদিগ হইতে বড়
২৪ ও বলবান। প্রতি জায়গা যাহার ওপর তোমারদের
পদতলে লাগিবে তা হইবে তোমারদের অরণ্য ও
লবানন হইতে এবং বড় নদী তাহা ফরাত নদী হইতে
অতিদূর সমুদ্র পর্য্যন্ত হইবে তোমারদের সীমা।
২৫ কাহ শক্তি হইবে না স্থির রহিতে তোমারদের অগ্রে
কেননা যিহুহা তোমার ঈশ্বর তোমারদের ভয় ও
ত্রাস দিবেন সে সকল দেশে যাহাতে তোমরা দলাবা
যেমত তিনি কহিয়াছেন তোমারদিগকে।

২৬ দেখ আমি আজি থুইয়াছি আশীর্ব্বাদ ও শাপ
২৭ তোমারদের সম্মুখে। যদি তোমরা যান তোমারদের
ঈশ্বর যিহুহার আজ্ঞা যাহা আমি আজি দিতেছি
২৮ তোমারদিগকে তবে আশীষ। এবং শাপ যদি যান

না যিহোবা তোমারদের ঈশ্বরের আজ্ঞা কিন্তু যদি
সে পথ ছাড় যাহা আমি আজি আজ্ঞা দিতেছি
তোমারদিগকে অন্য ঈশ্বরের পশ্চাত যাইতে যাহা
২৯ তোমরা না জানিয়াছ। ও যিহোবা তোমার ঈশ্বর
যখন আনিয়াছেন তোমাকে সে দেশে যাহার
অধিকার পাইতে যাইতেছ তখন আশীর্ব্বাদ যুও
গরিজিম পর্ব্বতের ওপর ও শাপ ঈবল পর্ব্বতের
৩০ ওপর। তাহারা কি যির্দ্দনের ও পার নহে
সূর্য্যাস্ত যাওনেরদিগে কনাঁয়নীরদের দেশে যে বাস
করে গিলগলের সম্মুখ মদ্রদানে কোরের মাটের
৩১ নিকট। তোমরাই যির্দ্দনের পার হইবা সে দেশের
অধিকার পাইতে যাহা যিহোবা তোমারদের ঈশ্বর
দিতেছেন তোমারদিগকে ও তোমরা তাহার অধিকার
৩২ পাইয়া বাস করিবা তাহাতে। ও যত্ন করিয়া কর
সে সকল বিধি ও আজ্ঞা যাহা আজি দিতেছি
তোমারদের গোচরে।

পর্ব্ব ১২ এ সে বিধি ও ব্যবস্থা যাহা মানিতে হইবে তোমার
দের করনের কারন তোমারদের সকল পুরাণ
পৃথিবীতে সে দেশে যাহার অধিকার তোমারদের
পিতৃরদের ঈশ্বর যিহোবা দিতেছেন তোমারদিগকে
২ তোমারদের অধিকারীয় বর্ণগন যেখানে তাহারদের
দেবেরদের সেবা করিল উচ্চ পর্ব্বত ও গিরির ওপর ও
প্রতি সবুজ বৃক্ষের তলে সে সকল স্থান ঘোলয়ানা

৩ নষ্ট কর। ওল্টিয়া ফেল তাহারদের যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গিয়া
ফেল তাহারদের প্রতিমা আগুন দিয়া পোড়াইয়া ফেল
তাহারদের দেবস্থান ও কাটিয়া ফেল তাহারদের
খোদকারি প্রতিমাগুলাকে ও সংহার কর তাহারদের
৪ নাম সে স্থান হইতে। তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার
৫ প্রতি এমন করিও না। কিন্তু তোমারদের গোষ্ঠীর
দের মধ্যে যে স্থান য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর পশন্দ
করেন তাহার নাম থইতে তাহার বসতিই সে স্থানের
৬ দিগে নিরূপণ কর ও সে স্থানে আইস সে স্থানে
আনহ তোমারদের আহুতি ও বলিদান ও দশমাংশ
ও তোমার হাতের বরণীয় ও মানন ও ঐচ্ছুক ও স্বর্গ
৭ ও গরু মেষাদি পালের প্রথম জন্মিত ও সে স্থানে
খাও তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার গোচরে ও তোমরা
ও তোমারদের কুটুম্ব আনন্দ কর তোমারদের হাতের
সকল কার্য্যে যাহাতে য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর
বর দিয়াছেন তোমাকে।

৮ যাহা২ আমরা আজি করিতেছি এখানে প্রতি জন
৯ আপন২ মনের মত তদনুযায়ি কর না। কেননা তোমরা
এখন না পৌঁছিয়াছ সে বিশ্রামে ও সে অধিকারে
যাহা য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর দিতেছেন তোমার
১০ দিগকে। কিন্তু যখন তোমরা য়ির্দ্দনের পার হইয়া
বসতি কর সে দেশে যাহার অধিকার য়িহুহা তোমার
দের ঈশ্বর দিতেছেন তোমারদিগকে এবং যখন
বিশ্রাম দেন তোমারদিগকে তোমারদের সকল চতুর্দ্দিগ
শত্রু হইতে তাহাতে তোমরা নিরাপদে বাস কর

১১ তখন এক স্থান হইবে যাহা য়িহুহা তোমারদের
ঈশ্বর পশন্দ করিবেন তাহার নামবাস করাইতে
সেখানে যাহা২ আমি আজ্ঞা দেই তোমারদিগকে
তোহাই তোমারদের আহুতি ও বলিদান ও দশমাং-শ
ও তোমারদের হাতের বরণীয় এবং তোমার
দের মাননের উত্তম বস্তু যাহা মানন করিব।
১২ য়িহুহাকে তাহা সকল আনহ সে স্থানে। এবং
তোমরা ও তোমারদের পুত্র কন্যা দাস দাস্যাদি
আনন্দ কর য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বরের গোচরে
এবং লোঈ ও যে বাস করে তোমারদের ঘরে
কেননা তাহার অং-শ কিম্বা অধিকার নহে তোমার
১৩ দের সহিত। সাবধান হও আহুতি করিও না
১৪ প্রতি স্থানে যাহা দেখিবা। কিন্তু তোমার
এক গোষ্ঠীর মধ্যে যে স্থান য়িহুহার মনহ সে
স্থানে আহুতি কর ও সেখানে কর সকল যাহা২
১৫ আমি আজ্ঞা করি তোমাকে। কিন্তু তোমার
সকল ঘরে তুমি মাংস মারিতে ও খাইতে পার
যাহা২ তোমার মন ইচ্ছা করে সে ভাগ্যানুযায়ি যাহা
য়িহুহা তোমার ঈশ্বর দিয়াছেন তোমাকে অশুচি
ও শুচি লোক তাহা খাইতে পারে যেমত হরিণাদি
১৬ খাওয়া যায়। কেবল রক্ত খাইও না তাহা ঢালিয়া
দেও মৃত্তিকায় জলের মত।

১৭ আপনার ঘরে খাইও না তোমার শস্য ও দ্রাক্ষা
রস ও তৈলের দশমাং-শ কিম্বা গরু মেষাদি পালের
প্রথম জন্মিত কিম্বা তোমার কোন মানন যাহা

করিয়াছ কিম্বা তোমার ঐচ্ছিক ৎ-সর্গ কিম্বা তোমার
১৮ হাতের বরণীয়। কিন্তু তাহা খাও য়িহুহা তোমার
ঈশ্বরের গোচরে সে স্থানে যাহা য়িহুহা তোমার
ঈশ্বর পশন্দ করিবেন তুমি ও তোমার পুত্র কন্যা
দাস দাসী ও লোঈ যে আছে তোমার ঘরে এবং
আনন্দ কর য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের গোচরে যে
১৯ সকলে তুমি করিতে প্রবর্ত্ত হইবা। সাবধান
হও লোঈকে ত্যাগ করিও না যত কাল বাঁচিবা
পৃথিবীতে।

২০ যখন য়িহুহা তোমার ঈশ্বর বাড়াইবেন তোমার
সীমা যে মত করার করিয়াছেন তোমাকে এবং তুমি
বলিবা মাংস খাইব কেননা তোমার মাংস খাইবার
ইচ্ছা আছে তবে মাংস খাও যাহাং তোমার প্রাণ ইচ্ছা
২১ করে। যদি য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের মনলিত স্থান
অতি দুর হয় তোমা হইতে তবে তোমার গরু মেষাদি
যাহা য়িহুহা দিয়াছেন তোমাকে তাহা আমার আজ্ঞার
মত মারিয়া খাও নিজ ঘরে যাহাং তোমার প্রাণ
২২ আশা করে। তাহা খাও যে মত হরিণাদি খায়া যায়
২৩ অশুচি শুচি লোক একি মত খাইবে তাহা। কেবল
সাবধান হও রক্ত খাইও না কেননা রক্ত আছে
২৪ জীবন মাংসের সহিত জীবন খাইও না। তাহা
খাইও না মৃত্তিকায় ফেলিয়া দেও তাহা জলের মত।
২৫ তাহা খাইও না তোমার ও তোমার সন্তানের কল্যাণ
হওনার্থে যখন ভাল করিবা য়িহুহার গোচরে।
২৬ কেবল তোমার যাহাং আছে পবিত্র বস্তু এবং

তোমার স্থানে লইয়া চল যিহুহার যে পশ্চাদ্বিত স্থানে
১৭ ও তোমার আহুতি মাংস রক্তদি উৎসর্গ কর
যিহুহা তোমার ঈশ্বরের যজ্ঞকুণ্ডের উপর এবং
তোমার বলিদানের রক্ত ঢালিতে হইবে তোমার ঈশ্বর
যিহুহার যজ্ঞকুণ্ডের উপর পরে মে মাংস খাও।
১৮ মনযোগ করিয়া শুন এ সকল কথা যাহা আমি
আজ্ঞা দিতেছি তোমাকে তোমার ও তোমার পরে
তোমার সন্তানের কল্যানের কারন সদাকাল যখন
ভাল ও প্রকৃত করিবা যিহুহা তোমার ঈশ্বরের
গোচরে।

১৯ যখন যিহুহা তোমার ঈশ্বর কাটিয়া ফেলিবেন সে
বর্ণেগিনকে তোমার অগ্র হইতে যেখানে তুমি যাইতেছ
তাহারদের অধিকার পাইতে এবং তুমি তাহারদের
২০ স্থানে হইয়া বাস করিবা তাহারদের দেশে। সবধান
হও পাছে তাহারদের পশ্চাৎ যাইতে ফাঁদে পড়িবা
তাহারদের সংহার হওনের পরে তোমার সম্মুখ
হইতে। জিজ্ঞাসা কর না তাহারদের দেবের বিষয়
কহিয়া এ বর্ণগিন কি প্রকারে তাহারদের দেবতার
২১ সেবা করিল সেই আমি ও করিব। এমন করিও না
যিহুহা তোমার ঈশ্বরকে কেননা যিহুহার প্রতি
হারাম ক্রিয়া যাহা তিনি ঘৃণা করেন তাহারা
করিয়াছে তাহারদের দেবতারদের ঠাই আপনারদের
পুত্র কন্যাই অগ্নিতে পোড়াইয়াছে তাহারদের দেবতার
২২ কাছে। যাহা২ আমি আজ্ঞা করি তোমাকে

তাহা সাবধান করিয়া কর বেশী কমি করিও না তাহা।

পর্ব্ব ১৩ যদি ভবিষ্যত বক্তা কি স্বপ্নদেখক উৎপত্তি হয়
১ তোমারদের মধ্যে এবং দেয় তোমাকে এক চিহ্ন
২ কি আশ্চর্য্য কার্য্য এবং সে চিহ্ন কি আশ্চর্য্য কার্য্য পূর্ণ হয় যাহার বিষয় তোমাকে কহিয়াছে বলিয়া আমরা যাইয়া অন্য ঈশ্বরের সেবা করি
৩ যাহারা তোমার অজ্ঞাত তবে সে ভবিষ্যত বক্তা কি স্বপ্নদেখকের কথা শুনিও না কেননা যিহুহা তোমারদের ঈশ্বর পরিক্ষা করেন তোমারদিগকে জানিতে তোমরা প্রেম করিবা কি না যিহুহা তোমারদের ঈশ্বরকে তোমার সকল অন্তঃকরণ ও মন
৪ দিয়া। যিহুহা তোমারদের ঈশ্বরের পশ্চাৎ বর্ত্তি হও এবং ভয় কর তাহাকে ও মান তাহার আজ্ঞা ও কথা ও তাহার সেবা কর ও তাহার কাছে
৫ থাক। এবং সে ভবিষ্যত বক্তা কি সে স্বপ্ন দেখককে মারিয়া ফেলিতে হবে তোমারদিগকে যিহুহা তোমার দের ঈশ্বর হইতে ফিরাইতে কহনের জন্য যিনি আনিলেন তোমারদিগকে মিসর দেশ হইতে ও মুক্ত করিলেন তোমারদিগকে গোলামীয় ঘর হইতে ও তোমাকে ঠেলনার্থে সে পথ হইতে যাহাতে চলন যিহুহা তোমার ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন তোমাকে সে মত দূর করিবা দুষ্কর্ম্ম তোমার মধ্যে হইতে।

৬ যদি তোমার সহোদর কি আপনার পুত্র কি কন্যা তোমার কি বক্ষের জায়া কি তোমার সখি যে

আজ্ঞে আপনার প্রাণের ন্যায় গুপ্ত করিয়া ভোগা
কহিতেং বলে আইস আমরা যাই ও অন্য দেবের
সেবা করি যাহা তুমি কি তোমার পিতৃগণ জানিল না।
৭ সেই লোকের দেবতা যাহারা তোমারদের চতুর্দ্দিগে
তোমার নিকটে কি দূরে পৃথিবীর আদ্যন্ত পর্য্যন্ত
৮ তবে মিল না তাহার সহিত ও শুন না তাহার কথা
ও দয়া ও ক্ষমা করিও না ও গুপ্ত রাখিও না তাহাকে।
৯ কিন্তু অবশ্য মারিয়া ফেলাও তাহাকে তোমার হাত
প্রথম হউক তাহার ওপর তাহাকে বধ করিতে
১০ তারপর সকল লোকের। পাথর মারিয়া ফেল
তাহাকে কেননা সে চেষ্টা করিয়াছে ঠেলিতে তোমাকে
যিহুহা তোমার ঈশ্বর হইতে যিনি আনিলেন
তোমাকে মিসর দেশ তাহাই দাসত্ব ঘর হইতে।
১১ পরে সকল যিশরাল শুনিয়া ভয় করিবে ও আর
এমত দুষ্কর্ম্ম করিবে না তোমারদের মধ্যে।

১২ যদি তোমারদের এক সহরে যাহা যিহুহা তোমার
ঈশ্বর দিয়াছেন তোমাকে বাস করনার্থে এ কথা
১৩ শুনা যায় বলওলের সন্তান কতক লোক তোমার
দিগে হইতে যাইয়া ভুলাইয়াছে তাহারদের সহরের
গৃহস্থেরদিগকে কহিয়া আমরা যাইয়া অন্য ঈশ্বরের
১৪ সেবা করি যাহা তোমরা জানিলা না। তখন ও পুশ
কর ও তত্ত্বাবিজ কর ও একান্ত তিজ্ঞাসা কর ও দেখ
যদি এ কথা সত্য ও অবশ্য এমন ঘৃণাযুক্ত কার্য্য
১৫ হইয়াছে তোমারদের মধ্যে। তা হইলে অবশ্য যার সে
সহরের গৃহস্থ তলৌয়ারের ধারে তাহা এবং সকল

যাহারা তাহার মধ্যে ও তাহার পশুগনকে ঘোলয়ানা
১৬ সংহার করিয়া তলোয়ারের ধারে। এবং তাহার
সকল লুট একত্র কর গলির মধ্যে পরে সে সহর
ও তাহার সমস্ত লুট সকলেই অগ্নিতে ঘোলয়ানা
পড়াও য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কারন তাহা হইবে
সদাকালের ঢিপি তাহা আরবার গঠন হইবে না।
১৭ সে হারাম বস্তুর কিছু থাকুক না তোমার
হাতে তাহাতে য়িহুহা তাহার জ্বলন্ত ক্রোধ ফিরাইয়া
কৃপা ও দয়া করিবেন তোমাকে ও বৃদ্ধ করাইবেন
তোমাকে যে মত কিরা করিয়াছেন তোমার পিতৃ
১৮ গনকে। যখন অবধান করিবা য়িহুহা তোমার
ঈশ্বরের কথা পালন করিতে তাহার সকল আজ্ঞা
যাহা আমি আজি দিতেছি তোমাকে ও করিতে যাহা
ভাল য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের গোচরে।

পর্ব্ব ১৪ তোমরা য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বরের শিশুরা
১ আপনারদের গা কাটিও না এবং ভ্রুর মধ্যস্থল
২ টাক করিও না মরার কারন। কেননা তুমি
য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের এক ধার্ম্মিক লোক ও
য়িহুহা পশন্দ করিয়াছেন তোমাকে তাহার এক
স্বতন্ত্র লোক হওনের জন্য আপনার কারন সকল
লোক হইতে যাহারা পৃথিবীতে।
৩ ৪ কোন ঘৃনান্বিত বস্তু খাইও না। এ সে পশু যাহা
৫ খাইতে পার। গরু ও মেষ ও ছাগল ও হরিন
৬ ও বাওট ও বনছাগল ও কালসার ও মহীষ ও

জন্তুর মধ্যে খুর দুই ভাগ করা ও জাওর কাটা প্রতি
৭ পশু খাইতে পার। কিন্তু তাহারদের মধ্যে জাওর
কাটা কি খুর দুই ভাগ করা পশুরদের মধ্যে এ সকল
খাইও না উট ও খরগোস ও বিলাতি খরগোস কেন
না তাহারা জাওর কাটে কিন্তু খুর দুই ভাগ করে না
৮ তাহারা হইবে তোমারদের হারাম। শূকর
খুর দুই ভাগ করে কিন্তু জাওর কাটে না অতএব
তাহা তোমারদের হারাম তাহারদের মাংস খাইও
না ও তাহারদের মরা ছুও না।

৯ এ জল জন্তু খাইতে পার সকল যাহারদের আছে
১০ পাখা ও আঁইষ খাইতে পরে। এবং যাহারদের পাখা
ও আঁইষ নহে তাহা খাইও না তাহা আছে তোমার
দের হারাম।

১১ ১২ সকল শুচি পক্ষি খাইতে পার। কিন্তু ইহারদের
১৩ কিছু খাইও না নশর ও কোকসা ও গৃধিনী ও বাজ
ও চিল্ল ও শকুনী ইত্যাদি। এবং প্রতি কাক
১৪ ১৫ ইত্যাদি। ও লক্ষ্মী পেঁচা ও নিশাচর পক্ষী
১৬ ও কোকিল ও সিকরা ইত্যাদি। পেচা ও
১৭ ভ্রতুমপেঁচা ও বীতুরাস্ত্র ও তেল গুতগুতিয়া ও রাক্ষসা
১৮ ও মাজা ও হাড়গিলা ও বকাদি ও টিটিভ ও
১৯ চামচিকা। এবং প্রতি ওড়নীয় গতিকারক হবে
২০ তোমারদের হারাম তাহা খায়া হইবে না। সকল
শুচি পক্ষী খাইতে পার তোমরা।

২১ যাহা আপনি মরে তাহা খাইও না তোমার সহবাসী

বিদেশীকে তাহা দেও তাহার যাইবার কারণ কিম্বা
বিক্রি কর তাহা অন্য বর্ণের কাছে কেননা তুমি
য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের এক ধার্ম্মিক লোক।
হালোয়ান সিদ্ধি করিও না তাহার মাতার দুগ্ধে।
২২ তোমার বীজের ক্ষেত্রোৎপন্ন দশমাংশ বৎসর
২৩ সত্য করিয়া দেহ। এবং যে স্থান য়িহুহা পশন্দ
করিবেন তাহার নাম সেখানে থুওনার্থে সে
স্থানে যাও তোমার শস্য ও দ্রাক্ষা রস ও তৈলের
দশমাংশ এবং তোমার গরু মেষাদি পালের প্রথম
জন্মিত য়িহুহার গোচরে য়িহুহা তোমার ঈশ্বরে
২৪ নিত্য ভয় করণ শিক্ষনের কারণ। এবং যদি
অনেক পথ আছে তাহাতে তাহা লইয়া যাইতে
পার না কি যদি য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের নাম
রাখনার্থ পশন্দিত স্থান অতি দূর হইয়া থাকে তোমা
হইতে যখন য়িহুহা তোমার ঈশ্বর বর দিয়াছেন
২৫ তোমাকে তবে তাহা বদল কর টাকার কারণ
এবং সে অর্থ হাতে বন্ধিয়া সে স্থানে চল যাহা
২৬ য়িহুহা পশন্দ করিবেন। পরে সে অর্থ দিয়া ক্রয়
কর যাহা তোমার মন ইচ্ছা করে গরু কি মেষ
কি দ্রাক্ষা রস কি সুরা কি যাহা তোমার মন
চাহে ও সেখানে খাও য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের
২৭ বর্ত্তমানি এবং তুমি ও তোমার পরিজন ও তোমার
ঘরে যে লোঈ আছে আনন্দ কর লোঈকে ত্যাগ
করিও না কেননা তাহার ভাগ কি অধিকার নহে
তোমার সহিৎ।

১৮ তিন বৎসরের অন্তে বাহির কর তোমার সে
বৎসরের সকল উৎপন্নের দশমাংশ ও থুও তাহা
১৯ তোমার ঘরে। পরে তোমারদের ঘরে যে লোঈ
তাহারই ভাগ কি অধিকার নহে তোমার সহিত
ও বিদেশি ও পিতাহীন ও বিধবা আসিয়া খাইয়া
পরিতৃপ্ত হইবে তাহাতে তোমার ঈশ্বর যিহুহা
বর দিবেন তোমাকে তোমার সকল কার্য্যে যাহা
করিবা।

পরব ১৫ সাত বৎসরের অন্তে মুক্ত কর। এবং সে
মুক্ত করিও এ প্রকারে প্রতি মহাজন যে ঋণ দেয়
তাহার প্রতিবাসীকে তাহা আদায় করুক সে তাহা
লওক না তাহার প্রতিবাসী কি ভাইর ঠাঁই কেননা
৩ তাহা বলে যিহুহার মুক্ত। বিদেশীর ঠাঁই তাহা
লইতে পার কিন্তু তোমার ভাইর সহিত যাহা আছে
৪ তাহা মাফ কর সে কাল ব্যতেরেক যখন কেহ
গরিব হইবে না তাহারদের মধ্যে কেননা যিহুহা
মহাবর দিবেন তোমাকে সে দেশে যাহা যিহুহা
তোমার ঈশ্বর দেন তোমাকে তাহার অধিকার পাও
৫ নেতে। কেবল যদি তুমি একান্ত অবধান কর যিহুহা
তোমার ঈশ্বরের কথা এ সকল আজ্ঞা মনযোগ
করিয়া করিতে যাহা আমি আজি দিতেছি
৬ তোমাকে। যিহুহা তোমার ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ
দিতেছেন তোমাকে যেমন করার করিয়াছেন ও
তুমি কর্জ্জ দিবা অনেক বর্ণকে কিন্তু কর্জ্জ করিবা না
এবং তুমি কতৃত্ব করিবা অনেক বর্ণের ওপর কিন্তু

তাহারা কর্তৃত্ব করিবে না তোমার ওপর।

৭ যদি তোমারদের ভ্রাতারদের কোন কেহ গরিব
হয় তোমারদের কোন দ্বারে তোমারদের দেশে
যাহা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর দিতেছেন তোমাকে
তবে কঠিন করিও না তোমার অন্তঃকরন ও
তোমার হাত মুষ্ঠি করিও না তোমার গরিব ভ্রাতার
৮ বিপরিতে কিন্তু তোমার হাত মেল তাহার
কাছে ও অবশ্য কর্জ্জ দেও তাহার তন্নাস্ত বারন
৯ করিবার মত যাহাং চাহে সাবধান হও পাছে
তোমার দুষ্ট অন্তঃকরনে চিন্ত করিতেং কহিবা
সপ্তম বৎসর তাহা মুক্ত করনের বৎসর সান্নিধ্য
আছে ও তোমার চক্ষু দুষ্ট হয় তোমার গরিব ভ্রাতার
বিপরিতে এবং তুমি তাহাকে কিছু না দিলে সে
নালিষ করে তোমার ওপর য়িহুহার ঠাঁই এবং তাহা
১০ হবে তোমার পাপ। অবশ্য দেও তাহাকে এবং
তোমার অন্তঃকরন কঠিন হওক না যখন দিতেছ
তাহাকে কেননা এই কারন য়িহুহা বর দিবেন তোমাকে
তোমার সকল কার্য্যে ও সকলে যাহা তোমার
১১ হাত করিতে লাগে। কেননা গরিব লোক সদাকাল
হবে দেশে অতএব আমি এ কথা আজ্ঞা
করি তোমাকে তোমার হাত মেলা কর তোমার
ভাই তোমার গরিব এবং তোমার দেশের দরিদ্রের
দিগকে।

১২ যদি তোমার ভাই এক জন ইব্রি পুরুষ কি নারী
বিক্রয় হইয়া থাকে ও তোমার চাকরি করে ছয় বৎসর

তবে সন্তোষে মুক্ত করিয়া তাহাকে যাইতে দেও
১৩ তোমা হইতে। ও তাহাকে খালাস করিয়া বিদায়
করণ কালে রিক্ত হাতে বিদায় করিও না তাহাকে
১৪ বস্তুত দেও তোমার পাল ও তোমার খামার ও
তোমার দ্রাক্ষা জাব হইতে যাহাতে য়িহুহা বর
১৫ দিয়াছেন তোমাকে তাহাই দেও তাহাকে। এবং মনে
কর যে তুমি ছিলা দাস মিসর দেশে ও তোমার
ঈশ্বর য়িহুহা মুক্ত করিলেন তোমাকে অতএব
১৬ আমি এ আজ্ঞা আজি দিতেছি তোমাকে। যদি
সে বলে তোমাকে আমি যাইব না তোমা হইতে
কেননা সে প্রেম করে তোমাকে ও তোমার ঘর
১৭ তাহার ভাগ্যবান হওনার্থে তোমার সহিত তবে
একটা বাদাড়ি লইয়া ফুর তাহার কর্ণ দ্বারের কাছে
পরে সে সদাকাল থাকিবেক তোমার দাস গ্রহত ও
১৮ কর তোমার দাসীকে। মনে দুঃখিৎ হইও না যখন
মুক্ত বিদায় করিবা তাহাকে কেননা সে তোমার
দ্বিগুন মাহিন্দার চাকরের মত তোমার জয় বৎসরের
চাকরি করিয়া তাহাতে ও য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
আশীর্ব্বাদ দিবেন তোমাকে তোমার সকল কার্য্যে।
১৯ তোমার গরু ও মেষাদির সমস্ত প্রথম জন্মিত
পবিত্র কর য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কারণ তোমার
গরুর প্রথম জন্মিত কার্য্য করাইও না ও তোমার
২০ মেষের প্রথম জন্মিতের লোম কাটিও না তাহা খাও
বৎসর২ য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের গোচরে তুমি ও
তোমার পরিজন য়িহুহার সে পশন্দিত স্থানে। কিন্তু

২১ যদি তাহার কোন খুঁত হইয়া থাকে যদি খোঁড়া কি
অন্ধ কি কোন কুখুঁত থাকে তবে ঙৎ-মর্গ করিও না
২২ তাহা তোমার ঈশ্বর য়িহুহার কাজে তাহা খাও
দ্বারে শুচি ও অশুচি লোক একেমত খাইতে পারে
২৩ হরিনের বাওট কেবল তাহার রক্ত খাও না তাহা
ঢালিয়া ফেল মৃত্তিকায় জলের মত।

খণ্ড ১৬ আবিব মাস মান এবং পেশাক্ষ কর য়িহুহা
১৬ তোমার ঈশ্বরার্থে কেননা আবিব মাসে য়িহুহা
তোমার ঈশ্বর রাত্রিতে আনিলেন তোমাকে মিজর
২ হইতে। অতএব পেশাক্ষ পিক মেষাদি বলিদান
কর য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কাজে সে স্থানে
যাহা য়িহুহা পশন্দ করিবেন তাহার নাম সেখানে
৩ থুইতে। খমিরযুক্ত রুটি তাহার সাতি খাইও না
সাত দিন বেখমির রুটি তাহাই দুখের রুটি খাও
তাহার সহিত কেননা তুমি বেগে আসিয়াছিলা
মিজর দেশ হইতে। তোমার সে কাল মনে রাখিবের
জন্য যাহাতে মিজর হইতে আইলা তোমার সবর
৪ প্রমায়ুতে। সাত দিন খমিরযুক্ত রুটি দেখা না
যাওক তোমার সাতি তোমার সকল সীমানায় সে
মাংসের কিছু রাখিও না সমস্ত রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত
যাহা বলিদান করিয়াছ প্রথম দিন সায়ং-কালে।
৫ পেশাক্ষ বলিদান করিও না তোমারদের কোন
দ্বারে যাহা তোমার ঈশ্বর য়িহুহা দেন তোমাকে।
৬ কিন্তু যে স্থান য়িহুহা তোমার ঈশ্বর পশন্দ করিবেন

তাহার নাম সে স্থানে থুইতে পেশাক্ষ বলিদান
কর সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্ত যাওনের সময় সে কালে
৭ যাহাতে মিজর ছাড়িয়া বাহির আইলা। তুমি
তাহা কবাব করিয়া খাও সে স্থানে যাহা য়িহুহা
তোমার ঈশ্বর পশন্দ করিবেন পরে প্রাতকালে ফিরে
৮ যাও আপন তাম্বুতে। ছয় দিবস খাও বেখমির
রুটি এবং সপ্তম দিবসে হবে বড় সভা য়িহুহা
তোমার ঈশ্বরের কারন তাহাতে কোন কার্য্য করিও
না।

৯ গনন কর সাত সপ্ত সে সাত সপ্ত গনন করিতে
১০ আরম্ভ কর সুশ্যাতে কচি দেওনাবধি। এবং
সপ্তের পর্ব্ব কর য়িহুহা তোমার ঈশ্বরার্থে
আপনার হাতের ঐচ্ছিক ও স্বর্গ আনিয়া যাহা দান
কর য়িহুহা তোমার ঈশ্বরকে যেমত য়িহুহা তোমার
১১ ঈশ্বর বর দিয়াছেন তোমাকে। আনন্দ কর তোমার
ঈশ্বর য়িহুহার গোচরে তুমি ও তোমার পুত্র কন্যা
দাস দাসী ও লেবি যে তোমার দ্বারে এবং বিদেশী
ও পিতাহীন ও বিধবা যাহারা তোমারদের মধ্যে
সে স্থানে যাহা য়িহুহা পশন্দ করিয়াছেন থুইতে
১২ তাহার নাম সেখানে। এবং মনে রাখ যে তুমি
ছিলা দাস মিজরে এবং মানিয়া কর এ সকল বিধি

১৩ তাম্বুর পর্ব্ব কর সাত দিন তোমার সুশ্য ও
১৪ দ্রাক্ষা রস একত্র করনের পরে। এবং তোমার
পর্ব্বে আনন্দ কর তুমি তোমার পুত্র ও কন্যা দাস

দাসী ও লোঈ ও বিদেশী ও পিতাহীন ও বিধবা
১৫ যাহারা তোমার দ্বারে। সাত দিন বড় পর্ব্ব কর
য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের বর্ত্তমান সে স্থানে যাহা
য়িহুহা তোমার ঈশ্বর পশন্দ করিবেন কেননা য়িহুহা
তোমার ঈশ্বর বর দিবেন তোমাকে তোমার সকল
সস্নদে ও তোমার হাতের সকল কার্য্যে অতএব
অবশ্য আনন্দ কর।

১৬ বৎসরে তিনবার তোমার সকল পুরুষ দেখা
হওক য়িহুহার সাক্ষাতে সে স্থানে যাহা তিনি পশন্দ
করিবেন তাহাই বেখমির রুটি পর্ব্ব ও সপ্তর পর্ব্ব
ও তাম্বুর পর্ব্ব এবং কক্ষা হস্তে কেহ না হওক
১৭ য়িহুহার সাক্ষাতে। প্রতি জন তাহার বিনানুযায়ি
দিওক য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদানুযায়ি
যাহা দিয়াছেন তোমাকে।

১৮ বিচার কর্ত্তা ও পুরীন লোককে নিযুক্ত কর
তোমার সমস্ত দ্বারে যাহা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
দিতেছেন তোমাকে তোমার সকল গোষ্ঠীতে এবং
১৯ তাহারা প্রকৃত মত লোকের বিচার করুক। বিচার
জোর করিও না মুখাবলোকন করিও না ও নজর
লইও না কেননা নজর মুন্দায় জানবানের চক্ষু
২০ ও স্থিরে যথার্থিকের কথা। যাহা ঘোলয়ানা
প্রকৃত তাহা কর তাহাতে বঁচিবা এবং সে দেশ
অধিকার পাইবা যাহা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর দিতে
ছেন তোমাকে।

২১ বৃক্ষের ওদ্যান রুপিও না য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের

২২ যজ্ঞকুণ্ডের নিকট যাহা তুমি নির্ম্মান করিবা। কোন
প্রতিমা ও খাড়া করিও না যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর
ঘৃণা করেন।

পর্ব্ব ১৭ কোন খুঁতী কি কুষ্ঠিত দাগী গরু কি মেষ বলিদান
করিও না যিহুহা তোমার ঈশ্বরের স্থানে কেননা
তাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বরের ঘৃণা।

২ তোমার কোন পুরে যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর
দিবেন তোমাকে যদি পাওয়া যায় পুরুষ কি নারী
তোমাদের মধ্যে যে কুক্রিয়া করিয়াছে যিহুহা
তোমার ঈশ্বরের গোচরে তাঁহার বন্দোবস্ত লঙ্ঘিয়া
৩ ও যাইয়া অন্য দেবের সেবা ও ভজনা করিয়াছে
সূর্য্য কি চন্দ্র কি স্বর্গের সৈন্যের কোন কাহার
৪ যাহা আমি আজ্ঞা দিলাম না এবং তাহা কহিয়া
থাকে তোমার বর্ত্তমান ও তুমি তাহা শুনিতে
পাইয়াছ ও একান্ত মনে তজবিজ করিয়া দেখিতেছে
যে তাহা সত্য ও নিসন্দেহ সে মত ঘৃণিত
৫ কার্য্য করা আছে যিশরালের মধ্যে তখন সে
পুরুষ কি নারী যে এ মত কুকর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে
বাহিরে আন তোমার দ্বারের কাছে সেই পুরুষ
কি সে নারী এবং পাথর মারিয়া ফেল তাহারে
৬ দিগকে দুই সাক্ষী কি তিন সাক্ষীর কথায়
মরণযোগ্যকে বধ কর কিন্তু এক সাক্ষীর কথায়
৭ তাহাকে বধ করিও না প্রথম সে সাক্ষীর হাত

হওক তাহার ওপর রবি করিতে তাহাকে পরে সকল লোকের হাত। এমত দুর করিবা কুকর্ম্ম তোমার হইতে।

৮ যদি তোমার জান হইতে কঠিন কোন মকর্দ্দমা হয় তোমার বিচারের কারণ রবি রবের মধ্যে নালিষ নালিষের মধ্যে দুহার দুহারের মধ্যে বিচার করিবার মকর্দ্দমাই তোমার কোন দ্বারে তবে তুমি ওঠিয়া যাও সে ঠাঁই যাহা তোমার ঈশ্বর য়িহুহা পশন্দ করিবেন।

৯ এবং যে লোঈ যাজক ও বিচারকর্ত্তা হবে সে দিনে তাহারদের নিকট পৌশিয়া জিজ্ঞাসা কর ও

১০ তাহারা দেখাইবে তোমাকে বিচারের আজ্ঞা পরে তুমি কর সে আজ্ঞানুযায়ি যাহা য়িহুহার সে পশন্দিত স্থানের লোক দেখাইবে তোমাকে ও তাহা মান সে সকলানুযায়ি যাহা তাহারা

১১ বলে তোমাকে সে ব্যবস্থার আজ্ঞা যাহা তাহারা শিক্ষা করাইবে তোমাকে ও সে বিধি যাহা তাহারা বলিবে তোমাকে তদনুযায়ি করহ দক্ষিনে বামে ফিরিও না সে কথা হইতে যাহা

১২ তাহারা কহিবে তোমাকে। এবং যে জন নির্ভয় করিতে লাগে এবং শুনে না সে যাজকের কথা যে যাজকতা করে সেখানে য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাত কি সে বিচার কর্ত্তার কথা সে জনকে অবশ্য মারিতে হবে। এমত যাত্রিবা কুকর্ম্ম য়িশরাল

১৩ হইতে। পরে সকল লোক শুনিয়া ভয় করিবে ও আর নির্ভয় কুক্রিয়া করিবে না।

১৪ যিহুহা তোমার ঈশ্বরের যে দত্ত দেশে ওত্তরিয়া
ও তাহার অধিকার পাইয়া যখন বাস কর সে স্থানে
যদি বলিতে লাগা আমি রাজা নিযুক্ত করিব আমার
ওপর সকল চতুর্দ্দিগা বর্নের মত তবে যাহাকে যিহুহা
১৫ তোমার ঈশ্বরের মনস্থ তাহাকে অবশ্য নিযুক্ত করহ।
তোমার ভ্রাতারদের এক জনকে রাজা নিযুক্ত কর
তোমার ওপর। বিদেশে যে তোমার ভাই নহে তাহাকে
১৬ নিযুক্ত কর না। কিন্তু সে অনেক২ ঘোড়া রাখুক
না লোককে ও মিছরে ফিরাওক না অনেক ঘোড়া
পাওনার্থে কেননা যিহুহা কহিয়াছেন তোমার
দিগকে ইহার পরে আর ফিরিবা না সে দিগে।
১৭ সে ও অনেক জায়া বিবাহ করুক না তাহার
অন্তঃকরন না ফিরনার্থে। অনেক রূপা স্বর্ন
১৮ ও জমা করুক না। যখন বসে রাজ্যের
সিংহাসনের ওপর তখন যে শাস্ত্রের পুস্তি আছে
লেবি যাজকেরদের ঠাঁই তাহার নকল করুক আপনার
১৯ কারন ও তাহা হওক তাহার সহিত ও তাহা
পাঠ করুক তাহার সকল দিনমান তাহাতে যিহুহা
তাহার ঈশ্বরকে ভয় করন ও এ শাস্ত্রের সকল
২০ কথা ও বিধি পালন শিক্ষিবে তাহা করনার্থে তাহার
অন্তঃকরন গোমানি না হওনের কারন তাহার
ভ্রাতারদের ওপর ও দক্ষিনে বামে না ফিরনের
কারন সে আজ্ঞা ছাড়িয়া তাহার ও তাহার
সন্তানেরদের বহুকাল স্থিতি হওনের কারন তাহার
রাজ্যে যিশরালের মধ্যে।

পর্ব্ব ১৮ লোঈ যাজক লোক এবং লেবির সকল গোষ্ঠী অংশ কি অধিকার পাইবেক না য়িশ্রায়েলের সহিত তাহারা খাইতে পাইবে য়িহোবার অগ্নিকৃত সকল ২ ওৎসর্গ এবং তাঁহার অধিকার। অতএব তাহার দের কিছু অধিকার হবে না তাহারেদর ভ্রাতারদের সহিত য়িহোবাই তাহারদের অধিকার যে মত তিনি কহিয়াছেন তাহারদিগকে।

৩ এই হবেক যাজকেরদের প্রাপ্য লোক হইতে তাহার দিগ হইতে যে ওৎসর্গ করে যদি গরু কি মেষ তাহারা স্কন্ধ ও দুই গাল ও ভুঁড়ি দিওক যাজকেরে।
৪ তোমার শস্য ও তোমার দ্রাক্ষা রস ও তৈল ও মেষের
৫ লোমের প্রথম দেও তাহাকে। কেননা তোমার ঈশ্বর য়িহোবা পশন্দ করিয়াছেন তাহাকে তোমার সকল গোষ্ঠী হইতে দণ্ডাইতে ও সেবা করিতে য়িহোবার নামে সেই ও তাহার সন্তান সদাকাল।

৬ যদি লোঈ আইসে তোমার কোন দ্বার হইতে সকল য়িশ্রায়েলের যেখানে বাস করিয়াছে এবং অন্তঃকরনের সকল ইচ্ছায় আইসে য়িহোবার
৭ সে পশন্দিত স্থানে। তখন সে তাহার ঈশ্বর য়িহোবার নামে সেবা করুক তাহার সমস্ত ভাই লোঈরদের মত যাহারা সেখানে দাণ্ডাইতেছে
৮ য়িহোবার সাক্ষাতে। তাহারদের সমান ভাগ হবে আপনারদের পৈত্রিক অধিকারের বিক্রয় মূল্য ভাতা।
৯ তুমি য়িহোবা তোমার ঈশ্বরের সে দত্ত দেশে ওত্তরিয়া সে বনেরদের ঘৃনিত কার্য্যানুযায়ি

১০ করিতে শিক্ষিও না। তোমারদের মধ্যে যেন
কেহ পাওয়া না যায় যে আপনার পুত্র কি কন্যা
অগ্নিতে জ্বালায় কিম্বা যে মন্ত্র করে কিম্বা সময়
১১ মানে কিম্বা যে মায়া করে কিম্বা গুণী কিম্বা
মোহনিরচক কি ভূতপ্রশ্নি কি গুনক কিম্বা পিসাচী।
১২ কেননা যাহারা করে এং কার্য্য তাহারা সকল য়িহুহার
ঘৃণীত এবং য়িহুহা তোমার ঈশ্বর খেদাইয়া
দেন তাহারদিগকে তোমার সম্মুখ হইতে এ ঘৃণাযুক্ত
১৩ কার্য্যের কারন। তুমি শুদ্ধ হও য়িহুহা তোমার
১৪ ঈশ্বরের সহিত কেননা যে বর্ণেরদের অধিকার
তুমি পাইবা তাহারা মানিল সময়য়ানিক ও গুণীকে
কিন্তু য়িহুহা তোমার ঈশ্বর ইহা করিতে দেন না
তোমাকে।

১৫ য়িহুহা তোমার ঈশ্বর ওৎপত্তি করাইবেন আমার
মত এক জন ভবিষ্যৎ বক্তাকে তোমার ভ্রাতারদের
১৬ মধ্যে হইতে অবধীন করহ তাহার কথা। যৎ
সকলানুযায়ি তুমি চাহিয়াছ তোমার ঈশ্বর য়িহুহার
ঠাঁই হোরেবে সভার দিনে এ কথা কহিয়া আমাকে
আমার ঈশ্বর য়িহুহার রব পুনর্ব্বার শুনিতে দেহ না
এবং এ মহা আগুন দেখিতে আরবার দেহ না আমার
১৭ না মরনার্থে। এবং য়িহুহা কহিলেন আমাকে
তাহারা যাহা কহিয়াছে তাহা ভাল কহিয়াছে।
১৮ আমি ওৎপত্তি করাইব তোমার মত এক জন ভবিষৎ
বক্তাকে তাহারদের ভ্রাতারদের মধ্যে হইতে ও
আমার কথা দিব তাহার মুখে তিনি ও কহিবেন

তাহারদিগকে যে২ সমস্ত আমি আজ্ঞা দিব তাহাকে
১৯ এ মত হবে যে কেহ শুনিবে না আমার যে২
কথা কহিবেন আমার নামে আমি তাহার দায়া
২০ করিব তাহার ঠাঁই। কিন্তু যে জন ভবিষ২ কথা
কহিতে লাগে আমার নামে যাহা আমি কহিতে
আজ্ঞা করিলাম না তাহাকে কি যে কহে আর
ঈশ্বরের নামে সে ভবিষ্যত বক্তাকে বধ করিতে
২১ হবে। ও তুমি যদি অন্তঃকরনে বল আমরা কেমনে
২২ জানিব সে কথা যাহা য়িহুহা কহিলেন না। যখন
ভবিষ্যত বক্তা কহে য়িহুহার নামে যদি সে কার্য্য
পশ্চাত হয় না কি হয়ে না তবে এই তাহা যাহা
য়িহুহা না কহিয়াজেন কিন্তু সে ভবিষ্যত বক্তা তাহা
নির্ভয় কহিয়াছে। ভয় করিও না তাহাকে।

পর্ব্ব ১৯ যখন য়িহুহা তোমার ঈশ্বর ছেদন করে সে
সকল বর্ন যাহারদের দেশ য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
দেন তোমাকে ও তুমি তাহারদের স্থানে হইয়া
২ বসতি করিবা তাহারদের সহরে ও ঘরে তখন তিনটী
সহর ভিন্ন কর তোমার কারন তোমার সে দেশে
যাহা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর অধিকার দেন তোমাকে
৩ এবং পথ প্রস্তুত কর আপনার জন্য ও যে দেশ
য়িহুহা তোমার ঈশ্বর দেন তোমাকে অধিকারার্থে
তাহার সীমানায় তিন ভাগ কর প্রতি হত্যাকর্ত্তা
সে স্থানে পালায়নের কারন।

৪ এই হত্যাকর্ত্তার বিধান যে পলাইবে সেখানে

বাঁচনের জন্য। যে কেহ অজ্ঞাত বধ করে
তাহার প্রতিবাসীকে যাহাতে পূর্ব্বে কষ্ট হইল না।
৫ এমতে যদি কেহ তাহার প্রতিবাসীর সহিত বনে যায়
কাষ্ঠ কাটিতে এবং বৃক্ষ কাটনের জন্য হাত দিয়া
কুড়ালিতে মারিতে লাগে তখন কুড়ালি আঁটা হইতে
যাইয়া মারিয়া ফেলে তাহার প্রতিবাসীকে তখন
৬ সে এ কোন এক সহরে পলাইয়া বাঁচিবে। নতুবা
খুন দায়ক যাবৎ তাহার অন্তঃকরেন তপ্ত তাড়িয়া
ধরে ও বধ করে সে হত্যাকর্ত্তাকে অনেক পথ
হওনের জন্য কিন্তু সে মৃত্যুযোগ্য নহে ইহাতে
৭ পূর্ব্বে কষ্ট হইয়াছিল না তাহাতে। অতএব
আমি এ আজ্ঞা দেই তোমাকে তোমার কারন ভিন্ন কর
৮ তিন সহর। যদি যিহুহা যেমন কিরা করিয়াছেন
তোমার পিতৃগনকে বাড়ান তোমার সীমা ও সে
সকল দেশ দেন তোমাকে যাহা দিতে করার
৯ করিয়াছেন তোমার পিতৃগনকে। যদিত তুমি এ
সকল আজ্ঞা মানিয়া কর যাহা আমি আজি দেই
তোমারদিগকে প্রেম করিতে যিহুহা তোমার ঈশ্বরকে
এবং তাহার পথে নিত্য চলিতে তখন এ তিন সহরের
১০ সহিত আর তিনটা দেহ তোমার কারন অহিং
স্রুকের খুন যেন হয় না সে দেশে যাহা যিহুহা
তোমার ঈশ্বর দেন তোমার অধিকারের কারন ও
খুনাপরাধি থাকে তোমার ওপর।
১১ কিন্তু যদি কেহ তাহার প্রতিবাসীতে কষ্ট হইয়া
লুকিয়া থাকে তাহার কারন এবং উঠিয়া মারিয়া

ফেলে তাহাকে তৎপরে পলায় ইহারদের এক
১২ সহরে। তখন তাহার সহরের প্রাচীন লোক
পাঠাইয়া আনিবে তাহাকে সেখান হইতে ও গচিত
করিবে তাহাকে খুন দায়কের হাতে মারিবার
১৩ কারণ। দয়া করিও না তাহাকে কিন্তু অহিংসকের
খুনাপরাধি মুজাও য়িশরাল হইতে তোমার কল্যান
হওনার্থে।

১৪ তোমার প্রতিবাসীর ভূমিচিহ্ন লঙ্ঘাইও না যাহা পূর্ব্ব
কালের লোক করিয়াছে তোমার প্রাপ্য অধিকারের
সে দেশে যাহা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর দিতেছেন
তোমাকে তাহার অধিকার পাওনার্থে।

১৫ এক সাক্ষী খাড়া হইবে না আর কোন বাহার
ওপর কোন অপরাধি কিম্বা কোন দাইষ্টের কারণ
যাহাই করে দুই সাক্ষী কি তিন সাক্ষীর মুখে
মকদ্দমা স্থির হইবে।

১৬ যদি মিথ্যা সাক্ষী ওঠে কোন কাহার ওপর মিথ্যা
১৭ প্রমান দেওনার্থে তবে সে দুই জন যাহারদের
বিরোধি আছে দাণ্ডাওক য়িহুহার সাক্ষাতে সে দিনের
১৮ যাজক ও বিচার কর্ত্তার গোচারে। এবং বিচার
কর্ত্তা একান্ত তত্ত্ববিজ করিয়া দেখুক যদি সে হয়
মিথ্যা সাক্ষী এবং মিথ্যা প্রমান দিয়াছে তাহার
১৯ ভাইর ওপর। তখন কর তাহাকে যেন সে মনে
করিল করিতে তাহার ভাইকে এমত মোচিয়া ফেলিবা
২০ দুষ্ট ক্রিয়া তোমারদিগ হইতে। এবং বক্রি লোক
শুনিয়া ভয় করিবে ও তাহার পরে আর এমত

৭। কুকিয়া কদাচ করিবে না তোমারদের মধ্যে। দয়া
করিও না কিন্তু জীবনের কারন জীবন যাবে চক্ষের
কারন চক্ষু দন্তের কারন দন্ত হাতের কারন হাত
পদের কারন পদ।

পৰব ২০ যখন তোমার শত্রুরদের সহিত যুদ্ধ করিতে
যাইয়া দেখিবা অশ্ব ও রথ ও লোক তোমা হইতে
অনেক তখন ভয় করিও না তাহারদের কারন কেননা
তোমার সহিত আছেন য়িহুহা তোমার ঈশ্বর যিনি
২ আনিলেন তোমাকে মিচর দেশ হইতে। তখন
তোমরা রন স্থলের নিকট ওত্তরিলে যাজক নিকট
৩ আসিয়া বলুক লোককে এই কথা কহিবে
তাহারদিগকে হে য়িশরাল শুন তোমরা আজি
রন করিতে যাইতেছ তোমারদের শত্রুরদের সহিত
গ্লানি হওক না তোমারদের অন্তঃকরন ভয় করিও
না কম্পমান হইও না এবং ভয়ার্থ হইও না তাহার
৪ দের বিষয় কেননা য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর
যাইতেছেন তোমারদের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার
দের কারন তোমারদের শত্রুরদের সহিত নিস্তার
করিতে তোমারদিগকে।

৫ পরে পত্তিগন এ কথা বলুক লোককে কে আছে যে
নূতন ঘর গাথিয়া তাহা পবিত্র না করিয়াছে সে ফিরুক
নিজ ঘরে পাছে রনে মরে ও অন্য কেহ পবিত্র
৬ করায় তাহা। এবং কে আছে যে দ্রাক্ষ ক্ষেত্র করিয়া

তাহার ফল না যাইয়াছে সে ও যাইয়া ফিৰক নিজ
ঘরে পাছে রনে মরে ও আর কেহ তাহার ফল যায়।
৭ এবং কে আছে যে বিবাহ করিয়া আয়ার সহিত
সং-সর্গ না করিয়াছে সে যাইয়া ফিৰক নিজ ঘরে
পাছে রনে মরে এবং আর কেহ সং-সর্গ করে
৮ তাহার সহিত। পরে পতিরা এ আরং কথা কহক
লোককে কে আছে ভয়ার্থ ও কমলাল্তঃকরনীয় সে
যাইয়া ফিৰক নিজ ঘরে পাছে তাহার ভ্রাতাগনের
অন্তঃকরন কমল হয় তাহার অন্তঃকরনের মত।
৯ পতিরা লোককে এ কথা কহন সাঙ্গ করিয়া সেনা
পতি কৰক লোকের আগে যাওনার্থে।
১০ যখন তুমি কোন সহরের নিকট যাইবা তাহার
সহিত রন করনের জন্য তখন তাহার কাছে অরন
১১ কথা ঢেড়িয়া দেও। এবং যদি অরন প্রত্যুত্তর
দেয় তোমাকে এবং দ্বার খুলে তোমার কাছে
তবে সকল লোক যে পায়া যায় তাহার মধ্যে হবে
১২ তোমার প্রজা এবং তোমার সেবা করিবে। ও যদি
তাহা অরন করিবে না কিন্তু রন করিতে চাহে
তোমার সহিত তবে তাহার চাতুর্দ্দিগে বেড়াও।
১৩ যিহুহা তোমার ঈশ্বর তাহা তোমার হাতে গচ্ছিত
করিলে মারিয়া ফেল সমস্ত পুরুষ তলোয়ারের কোপে
১৪ কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালক ও পশু ও যাহা২ সহরে
তাহার সকল লুটীয়ই লও আপনার কারন
পরে খাও তোমার শত্রুরদের লুট যাহা যিহুহা
১৫ তোমার ঈশ্বর দেন তোমাকে। এমতে কর সকল

সহরে যাহা অতি দূর তোমা হইতে যাহা এই সকল
গানের সহর নহে।

১৬ কিন্তু এই লোকেরদের সহর যাহা য়িহুহা
দিতেছেন অধিকারার্থে তোমাকে তাহারদের নিশ্বাস
১৭ জাত কোন প্রাণী জীবৎ রাখিও না। কিন্তু হোলয়ানা
সংহার কর তাহারদিগকে তাহাই ক্ষতী ও আমরী
ও কনানীয়ানি ও পরজী ও হেব্বী ও যিবুসী যেন
য়িহুহা তোমার ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন তোমাকে।
১৮ যেন তাহারা শিক্ষা করায় না তোমারদিগকে
তাহারদের সকল ঘৃনিত কার্য্য যাহা করিয়াছে
তাহারদের দেবেরদের প্রতি সেমত হইলে তুমি পাপ
করিতা য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের বিপরিতে।

১৯ যখন কোন সহর বেড়াইবা অনেক দিন যুদ্ধ
করিতেং তাহা জয় করনার্থে তখন সে স্থানের বৃক্ষ
নষ্ট করিও না কুড়ালি লাগিয়া তাহারদের ওপর
কেননা তাহার ফল খাইতে পার কাটিয়া ফেলিও
না তাহা যুদ্ধ কার্য্যের জন্য কেননা ক্ষেত্রের বৃক্ষ
২০ মানুষের জীবন। কেবল যেং বৃক্ষ তুমি জানিতেছ
খাইবার বৃক্ষ নহে তাহা সংহার কর ও কাটিয়া
ফল ও গড় গাঁথ সে সহরের কাছে যে
যুদ্ধ করে তোমার সহিত তাহা পরাজিত হওন
পর্য্যন্ত

পর্ব্ব ২১ যদি সে দেশে যাহা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
অধিকার দেন তোমাকে কোন মরা পাওয়া যায়
ক্ষেত্রে শুইয়া এবং তাহা না যায় কেহা মারিল তাহাকে

২ তখন তোমার প্রাচীন লোক ও বিচার কর্ত্তা বাহিরে
আসিয়া যাপুক সে মরা হইতে সকল চতুর্দ্দিগের
৩ সহরে ও যে সহর মরার নিকট আছে সে সহরের
প্রাচীন লোক একটা যুবা গরু লওক যে কার্য্য করন
৪ করে না ও যাহার ওপর জুয়ালি করন হয় না পরে
সে সহরের প্রাচীন লোক গিয়ন করাইওক সে গরুকে
একটা বন প্রান্তরে যাহার করন আবাদ ও বুনন নহে
ও তাহার গলা কাটিয়া ফেলিবে সেস্থানে প্রান্তরে।
৫ পরে লেবি যাজকগন নিকট আসিবে কেননা য়িহুহা
তোমার ঈশ্বর পশন্দ করিয়াছেন তাহারদিগকে
তাহার সেবা করিতে ও বর দিতে য়িহুহার নামে
এবং তাহারদের কথায় হবে এ সকল ন্যায় ও এ
৬ সকল ঘাতের বিচার। তৎকালে সে সহরের সকল
প্রাচীন লোক যাহা সে মরার নিকট হাত টুক সে
গরুর ওপর যাহার গলা কাটা গেল সে প্রান্তরে
৭ পরে তাহারা ওত্তর করিয়া কহুক আমারদের হাত
এ রবি করিল না ও আমারদের চক্ষু তাহা দেখিল না
৮ মাফ কর তোমার লোক যাহা মুক্তা করিয়াছ অহে
য়িহুহা এবং অহিংসুক হত্যাপরাধি করিও না তোমার
লোক য়িশরালের ছিসাবে পরে সে হত্যা মাফ হবে
৯ তাহারদিগকে। এমতে খণ্ডিবা অহিংসুক খুনাপরাধি
তোমার মধ্যে হইতে যখন ভাল কার্য্য করিবা
য়িহুহার দৃষ্টে।

১০ তোমার শত্রুরদের সহিং যুদ্ধ করিতে গেলে
যখন য়িহুহা গাছুত করিবেন তাহারদিগকে

তোমার হস্তে এবং তুমি লুটিয়া লইয়া যাও
১১ তাহারদিগকে ও সে লুট দেখিতে পাইয়া
এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে ও বিবাহ করিতে ইচ্ছা
১২ কর তাহাকে তবে তাহাকে তোমার ঘরে আনিলে
১৩ সে ক্ষৌরি হওক মাতায় ও তাহার নখ কাটুক পরে
সে তাহার লুটীয় বস্ত্র ফেলিয়া তোমার ঘরে থাকিয়া
এক মাস ক্রন্দন করুক আপনার পিতা মাতার
কারণে ইহার পরে তুমি তাহার কাছে যাইয়া বিবাহ
১৪ কর তাহাকে ও সে হওক তোমার জায়া। তাহার
পরে যদি তোমার সন্তোষ নহে তাহাতে তবে
খালাস করিয়া বিদায় কর তাহাকে বিক্রয় করিও না
ও ধনার্থে বেচিও না তাহাকে কেননা তুমি নিচ
করাইয়াছ তাহাকে।

১৫ যদি কাহার দুই জায়া হইয়া থাকে এক জন প্রিয়া
অন্যা ঘৃনিতা এবং দুই প্রিয়া ও ঘৃনিতা পুত্র প্রসব হইয়া
১৬ থাকে কিন্তু ঘৃনিতের পুত্র জ্যেষ্ঠ। যখন তাহার
অধিকার দেয়া যায় তাহার পুত্রেরদিগকে তখন
জ্যেষ্ঠাংশ দিতে হওক না সে প্রিয়ার পুত্রকে কিন্তু
১৭ ঘৃনিতার পুত্রই জ্যেষ্ঠ রাখুক ঘৃনিতার পুত্র যে প্রকৃত
জ্যেষ্ঠ তাহাকে করুক জ্যেষ্ঠ তাহার সমাংশের
দ্বিগুন দেওনেতে একারন সে তাহার পরাক্রমের
আরম্ভ ও জ্যেষ্ঠের অধিকার তাহার।

১৮ যদি কোন জনের পুত্র হয় দুরন্ত ও হুর্জ্জতি যে শুনে
না তাহার পিতা মাতার কথা এবং তাহারা তাহাকে
১৯ বিরক্ত করিয়া সে তুচ্ছ করে তাহা, তবে তাহার

পিতা মাতা তাহাকে ধরিয়া আনুক সে সহরের
২০ প্রাচীন লোকের সাক্ষাত তাহার স্থানের দ্বারে এবং
সে সহরের প্রাচীন লোককে কহুক এ আমারদের
পুত্র আজে একগুঁয়া ও অভক্তি সে মানে না আমার
২১ দের কথা কিন্তু আজে ভক্ষক ও মতোয়ালা। পরে সে
সহরের লোক পাথর মারিয়া ফেলুক তাহাকে। এমত
দুষ্ট আপিবা তোমার মধ্যে হইতে। এবং ঘিশরালের
সর্ব্ব লোক শুনিয়া ভয় করিবে।

২২ যখন কেহ মৃত্যুযোগ্য হইয়া যারন আজ্ঞা হয় ও
২৩ তুমি তাহার ফাঁসি দিবা বৃক্ষের ওপর তখন তাহার
মরা থাকিতে দেহ না সমস্ত রাত্রি বৃক্ষের ওপর
কিন্তু সে দিনে কবরে দেহ তাহাকে কেননা যে
ফাঁসি পায় সে ভগবানের শাপগ্রস্ত অতএব অশুচি
করিও না তোমার দেশ যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর
দিতেছেন তোমাকে অধিকারের কারন।

পর্ব্ব ২২ ১ তুমি তোমার ভ্রাতার গরু কি তাহার মেষাদি
ছরিতেং দেখিয়া লুকিয়া যাও না তাহা হইতে কিন্তু
২ অবশ্য ফিরিয়া দেহ তাহা তোমার ভাইকে। যদি
তোমার ভাই তোমার নিকট নহে এবং তুমি চিন
না তাহাকে তবে তাহা আনিয়া রাখ আপনার ঘরে
ও তাহা থাকুক তোমার কাছে তোমার ভাই তাহা
খুজন পর্য্যন্ত তখন ফিরিয়া দেও তাহা তাহাকে।
৩ সেমত কর তাহার গাধা ও বস্ত্র ও তোমার
ভ্রাতার প্রতি হরণীয় বস্তুতে যাহা হারা গেল

তুমি তাহা পাইয়া এমন কর আপনি গণিয়া রাখি না।
৪ তোমার ভ্রাতার গাধা কি তাহার গরু পথে পড়িলে
লুক্ক না তাহা হইতে কিন্তু অবশ্য ওঠাইতে ওপকার
কর তাহাকে।———
৫ স্ত্রী লোক পুরুষের বস্ত্র পরুক না এবং পুরুষ
স্ত্রী লোকের কাপড় পরুক না কেননা যে এমত
কার্য্য করে তাহারা সকল ঘৃণিত যিহুহা তোমার
ঈশ্বরের সাক্ষাত।———
৬ যদি পক্ষীর বাসা পথে পাওয়া যায় তোমার আগে
বৃক্ষ কি মৃত্তিকার ওপর ও তাহার মধ্যে বাচ্চা
কিম্বা ডিম্ব ও মা বসিতেছে বাচ্চা কি ডিম্বের ওপরে
৭ তবে মা বাচ্চার সহিত ধরিও না। মাকে ছাড়িয়া
বাচ্চা লও আপনার কাছে তাহাতে তোমার ভাগ্য
হইবে ও তোমার বহুকাল স্থিতি।———
৮ নূতন ঘর গাঁথিয়া আলিসা কর তোমার ছাতের
ওপর তাহাতে খুনভোগ লাগে না তোমার ঘরে
যদি কেহ পড়ে তাহা হইতে।———
৯ তোমার দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বুনিও না পাছে
তোমার বুনা বিজ ও দ্রাক্ষা ফসল নষ্ট হয়।———
১০ গরু ও গাধা এক নাঙ্গলে বাহিও না———
১১ নানাবর্ণ কাপড় তিশিও পসমীয়েই মিশ্রিত পরিও না।
১২ তোমার পরনের পরিচ্ছদের চারি কোনায় ঝালর কর।
১৩ কোন মানুষের বিবাহ হইয়া যদি তাহার জায়ার
১৪ সহিত শয়ীর করিয়া ঘৃণা করে তাহাকে ও তাহার
বিষয় কহনের হেতু করে এবং তাহার মন্দ নাম

করে কহিয়া আমি ইহা বিবাহ করিলাম কিন্তু
তাহার কাছে যাইয়া পাইলাম না তাহাকে অব্যবহারী
১৫ তখন সে কন্যার পিতা মাতা সে কন্যার অব্যবহারের
চিহ্ন লইয়া যাউক প্রাচীন লোকের কাছে সহরের
১৬ দ্বারে। এবং সে কন্যার পিতা এ কথা কহুক
প্রাচীন লোককে আমি বিবাহ দিলাম আমার
কন্যা এ মনুষের সহিত ও সে ঘৃণা করে তাহাকে
১৭ এবং কহনের হেতু করিয়াছে তাহার বিষয় বলিয়া
আমি পাইলাম না তোমার কন্যা অব্যবহারী কিন্তু
এই দেখ আমার কন্যার অব্যবহার চিহ্ন পরে কাপড়
থুক সে সহরের প্রাচীন লোকের গোচরে।
১৮ তখন সে সহরের প্রাচীন লোক সে মানুষকে লইয়া
১৯ সাজা দেওক। এবং শতাগীরি করুক তাহাকে এক
শত থান রূপা পরে তাহা দিওক সে কন্যার পিতাকে
কেননা ইশ্রায়েলের এর কন্যার মন্দ নাম করিল এবং
সে হওক তাহার জায়া তাহার সকল পুরাণু ত্যাগ
২০ করুক না তাহাকে। কিন্তু যদি এ কথা সত্য
এবং সে কন্যার অব্যবহারের চিহ্ন পায়া না যায়
২১ তখন সে কন্যাকে লইলে আপনার পিতার ঘরের
দ্বারে সহরের সকল লোক পাথর মারিয়া ফেলুক
তাহাকে কেননা সে করিয়াছে পাগলামি ইশ্রায়েলের
মধ্যে বেশ্যা ক্রিয়া করিয়া আপনার পিতার ঘরে।
এমত মন্দিবা পাপ তোমারদের মধ্যে হইতে।—
২২ যদি পুরুষ সংসর্গ করণে পায়া যায় কোন
স্ত্রীর সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছে স্বামির সঙ্গে

তাহারদিগকে দুই জন মারিয়া ফেল পুরুষ যে শয়ন করিল তাহার সহিত ও নারীকে। এমতে ঝাটিয়া ফেলিবা ইস্রায়েল হইতে।

২৩ কন্যার বিবাহ বাগ্দত্ত পুরুষের সহিত হইলে যদি কেহ তাহাকে সহরে পাইয়া শয়ন করে তাহার
২৪ সহিত তবে দুই জনকে সহরের দ্বারের কাছে বাহির করিয়া পাথর মারিয়া ফেল কন্যা সহরে হইয়া না চেঁচানের কারণ ও পুরুষ তাহার প্রতিবাসীর ভার্য্যাকে নষ্ট করনের কারণ। এমতে ঝাটিবা ঝাটিয়া তোমা হইতে।

২৫ যদি কেহ বর বাগ্দত্ত কন্যাকে ক্ষেত্রে পাইয়া ধরিয়া শয়ন করে তাহার সহিত তবে যে পুরুষ শয়ন করিল তাহার সহিত তাহাকে কেবল
২৬ মারিয়া ফেল কিন্তু কন্যাকে কিছুই করিও না সে কন্যার মরণযোগ্য কিছু দোষ নহে কেননা যেন কেহ উঠিয়া তাহার প্রতিবাসীকে বধ করে সে মত
২৭ এ কার্য্য। সে পাইল তাহাকে মাঠে এবং বাগ্দত্ত কন্যা চেঁচাইল কিন্তু তাহার ত্রাণকারি কেহ ছিল না।

২৮ যদি কেহ কোন অাইবত বাগ্দত্ত কন্যাকে পাইয়া ধরিয়া শয়ন করে তাহার সহিত এবং তাহার
২৯ দিগকে পায়া যায় তবে যে মানুষ শয়ন করিল তাহার সহিত সে দিওক পঞ্চাশ শেকল রূপা কন্যার পিতাকে ও তাহার সহিত বিবাহ করুক ও তাহার

সকল পুত্রাযু ত্যাগ করুক না তাহাকে কেননা লজ্জিত করাইয়াছে তাহাকে।

৩০ কেহ আপনার পিতার জায়াকে লওক না ও পিতার আচ্ছাদন ওদলা করুক না।

পর্ব্ব ২৩ যাহার মুষ্কে চোট লাগিয়াছে কি লিঙ্গ ছেদন হইয়াছে সে প্রবেশ করুক না যিহুহার মণ্ডলিতে। জারজ প্রবেশ করুক না যিহুহার মণ্ডলিতে দশম পুরুষ পর্য্যন্তুই প্রবেশ করুক না যিহুহার মণ্ডলিতে।
৩ ঔমনী কিম্বা মোয়বী প্রবেশ করুক না যিহুহার মণ্ডলিতে দশম পুরুষ পর্য্যন্তুই প্রবেশ করুক না
৪ তাহারা যিহুহার মণ্ডলিতে সদাকাল। কেননা তাহার ভক্ষ্য পানীয় আনিয়া পথে মিলিল না তোমার সহিত যখন আসিতেছিলা মিসর হইতে ও দান দিয়া আনিল বওরের পুত্র বলওমকে আরাম নহরীমের
৫ পত্তর হইতে শাপ দিতে তোমাকে। কিন্তু যিহুহা তোমার ঈশ্বর বলওমের কথা শুনিলেন না কিন্তু যিহুহা তোমার ঈশ্বর ফিরাইলেন সে শাপ বরেতে
৬ যিহুহা তোমার ঈশ্বর তোমাকে প্রেম করণার্থে। তাহারদের কুশল ও তাহারদের ভাগ্য কোন কালে চেষ্টা করিও না তোমার সকল দিনে।

৭ আদোমী আছে তোমার ভাই তাহাকে ঘৃণা করিও না মিসরীকে ঘৃণা করিও না কেননা তুমি ছিলা তাহার
৮ দেশে নিবাসী। যে সন্তানের জন্ম হয় তাহারদিগা হইতে তৃতীয় পুরুষে প্রবেশ করিতে পারে যিহুহার মণ্ডলিতে।

৯ যখন সৈন্য যুদ্ধ করিতে যায় তোমার শত্রুদের
সহিত তখন সকল কুক্রিয়া করণেতে সাবধান হও।
১০ যদি কেহ অশুচি হইয়া থাকে রাত্রির কোন
অকস্মাৎ কার্য্যার্থে তবে সৈন্য স্থানের বাহিরে
১১ যাওক সৈন্য স্থানে আইসুক না কিন্তু সন্ধ্যাকালে
স্নান করুক পরে সূর্য্য অস্ত যাবার সময় সৈন্য
স্থানে আইসুক।
১২ সৈন্য স্থলের বাহিরে আয়ুগা রাখ বাহিরে
১৩ যাওনের কারণ। ও যষ্টি কর তোমার অস্ত্রের ওপরে
এবং বসনের পরে খনন কর তারপর ফির এবং ঢাক
১৪ তোমার বিষ্ঠা। কেননা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর বেড়ান
তোমার সৈন্য স্থলে নিস্তার করিতে তোমাকে এবং
মারিতে তোমার শত্রুদিগকে তোমার সম্মুখে অতএব
হওক তোমার সৈন্য স্থল শুচি নতুবা তিনি মল
দেখিয়া তোমার মধ্যে ফিরেন তোমা হইতে।
১৫ যে চাকর তাহার মনিব হইতে পলাইয়া আসিয়াছে
তোমার নিকট গচ্ছিত করিও না তাহার মনিবের
১৬ কাছে। তাহাকে থাকিতে দেও তোমার সহিত
যে স্থানে পশন্দ করে তোমার যে ঘরে পশন্দ করে
তোর করিও না তাহার ওপর।
১৭ য়িশরালের কন্যারদের মধ্যে বেশ্যা হওক না কিম্বা
১৮ লৌণ্ডিবাজ য়িশরালের সন্তানের মধ্যে। বেশ্যার
ভড়া ও কুকুরের মূল্য তোমার কোন মাননের কারণ
আনিও না য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের ঘরে কেননা এ
দুই য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের ঘৃণিত।

১৯ তোমার ভাইকে সুদার্থে কর্জ্জ দিও না টাকা কি
খাইবার সুদ কিম্বা আর কোন সুদ যাহা লইয়া
২০ থাকে। অন্য বর্ণকে সুদার্থে কর্জ্জ দিতে পার কিন্তু
সুদার্থে ধন দিও না তোমার ভাইকে তাহাতে য়িহুহা
তোমার ঈশ্বর বর দিবেন তোমাকে তোমার হাতের
সকল কার্য্যে সে দেশে যাহাতে যাইতেছ তাহার
অধিকার পাইতে।

২১ তোমার ঈশ্বর য়িহুহার প্রতি মানন করিয়া তাহা
করিতে বিলম্ব করিহ না কেননা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
তোমার ঠাঁই চাহিলে তাহা হবেক তোমার পাপ।
২২ যদি মানন কর না তাহা তোমার পাপ নহে। যাহা
২৩ বাহিরে তোমার মুখ হইতে তাহা সবধানে কর
তাহাই সেচ্ছা ও স্বার্থ তোমার মাননানুযায়ি যেমন
আপনার মুখ হইতে কহিয়াছ।

২৪ আপনার প্রতিবাসীর দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে যাইয়া দ্রাক্ষাফল
খাইতে পার তোমার তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত যত তোমার
২৫ ইচ্ছা কিন্তু পাত্রে থুও না কিছু। আপনার প্রতিবাসীর
শস্য ক্ষেত্রে যাইয়া তাহা দিয়া শিস ছিণ্ড যাহা তোমার
ইচ্ছা কিন্তু কাস্তে দিও না তোমার প্রতিবাসীর ক্ষেত্রে।

পঞ্চব ২৪ ১ যদি কেহ বিবাহ করিয়া তাহার জায়াকে ভাল
বাসে না তাহার কিছু মন্দ ক্রিয়া প্রাপ্তার্থে তবে
ত্যাগ করিবার পত্র লেখুক ও তাহার হাতে
দিয়া তাহাকে বিদায় করুক তাহার ঘর হইতে পরে
২ সে গেলে তাহার ঘর হইতে আর এক অন্যের

৩ জায়া হইতে পারিবে পরে যদি সে আর স্বামী
ঘৃনা করিয়া ত্যাগ করিবার পত্র দেয় তাহার হাতে
ও আপনার ঘর হইতে বিদায় করে তাহাকে
কিম্বা যদি পাছে স্বামি মরিয়া যায় যে বিবাহ
৪ করিয়াছে তাহার সহিত তবে প্রথম স্বামী যে
ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে তাহার অশুচি হওনের
পরে তাহার সহিত আরবার বিবাহ করিতে
পারিবে না কেননা তাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বরের
গোচরে ঘৃনাযুক্ত ক্রিয়া পাপীয় করাও না সে দেশ
যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর দিতেছেন তোমার
অধিকার হওনের জন্য।———

৫ কেহ নূতন বিবাহ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাওক
না ও কোন কার্য্য করুক না কিন্তু এক বৎসর
বিশ্রামে থাকুক আপনার ঘরে ও আনন্দ করুক
তাহার জায়ার সহিত যাহাকে বিবাহ করিয়াছে।

৬ নিচে কি ওপর তাড়া বন্ধক লইও না কেননা
তাহা মানুষের প্রাণ।———

৭ যদি কাহাকে পায়া যায় তাহার ভাই য়িশরালের
সন্তান কোন প্রাণীকে চুরি করণেতে এবং
টাকার কারণ দেয় কি বিক্রয় করে তাহাকে সে
চোরকে মারিয়া ফেলাইতে হবে। এমতে কুক্রিয়া
খণ্ডিবা তোমা হইতে।———

৮ মহাব্যাধি পীড়া হইয়া অতি সাবধান হও সকলে
করিতে যাহা লেভীয় যাজকা লোকেরা শিক্ষায় তোমার
দিগকে যেমন আমি আজ্ঞা করিলাম তাহারদিগকে

৯ তেমনে কর। মনে কর য়িহুহা কি করিলেন
মারিয়ামকে পথে যখন আসিয়াছিল মিসর হইতে।

১০ তোমার ভাইকে ধন দিয়া তাহার ঘরে যাইও না
১১ তাহার বন্ধক লইতে। গলিতে দাণ্ডাও এবং যে
মানুষকে ধন দিয়াছ সে আপনার বন্ধক বাহিরে
১২ আনুক তোমার কাছে। যদি সে গরিব হয় তবে
১৩ তাহার বন্ধক তোমার কাছে থাকিয়া শুইও না অবশ্য
ফিরিয়া দেও তাহার বন্ধক সূর্য্যাস্ত যাওনের পূর্ব্বে
তবে আপনার পরিচ্ছদে শুইয়া সে বরদিবে
তোমাকে ও তাহা হইবে তোমার ধর্ম্ম য়িহুহার
তোমার ঈশ্বরের গোচরে।

১৪ দুঃখ দিও না গরিব ও দিনহীন মাহিন্দার চাকর
কে তোমার ভ্রাতারদের এক জন হওক কি বিদেশী
১৫ যে বাস করে তোমার দেশের কোন ঘরে। সেই
দিনে দেহ তাহার মাহিনা সূর্য্যাস্ত যাওনের পূর্ব্বে
কেননা সে গরিব হইয়া মনে ধরে তাহা ও পাছে
নালিষ করিয়া তোমার ওপর য়িহুহার ঠাঁই তাহা
হয় তোমার পাপ।

১৬ পুত্রের কার্য্যের কারন পিতাকে মারিতে হবে না
ও পিতার কার্য্যের কারন পুত্রকে নহে প্রতি জনকে
মারিতে হবে আপনার পাপের কারন।

১৭ ফিরাইও না বিদেশী ও পিতাহীনের বিচার এবং
১৮ বিধবার বস্ত্র বন্ধক লইও না মনে রাখ যে তুমি
বন্দি ছিলা মিসরে এবং য়িহুহা তোমার ঈশ্বর মুক্তা

করিলেন তোমাকে সেখান হইতে অতএব ইহা
করিতে দেই তোমাকে।

১৯ যদি তোমার ক্ষেত্রের ফসল কাটনেতে একটী
আটি ক্ষেত্রে ফেলিয়াছ তখন তাহা আনিতে ফিরিও
না তাহা হওক বিদেশী ও পিতাহীন ও বিধবার
কারণ তাহাতে যিহুহা তোমার ঈশ্বর বর দিবেন
২০ তোমাকে তোমার হাতের সকল কার্য্যে। যখন তুমি
জিত ফল পাড় তখন ডাল ফের তত্ত্বাবিজ করিও
না তাহা হওক বিদেশী ও পিতাহীন ও বিধবার
২১ কারণ। যখন দ্রাক্ষা ফল পাড় তখন ফিরিয়া তত্ত্বাবিজ
করিও না তাহা হওক বিদেশী ও পিতাহীন ও বিধবার
২২ কারণ ও মনে কর যে তুমি ছিলা দাস মিসরে
তেকারণ আমি আজ্ঞা দেই তোমাকে করিতে এ কার্য্য।

পর্ব্ব যদি দুই জনের বিবাদ হইয়া তাহারা যায় বিচার
২৫ কর্ত্তার কাছে বিচারার্থে তবে মুক্তা করাওক
২ পুকৃতার্থিককে ও দোষ লাগাওক দুষ্টের ওপর।
যদি দোষ গুস্ত ও মারি খাওন যোগ্য হয় তবে
বিচার কর্ত্তা তাহাকে শুয়াইয়া নিরূপিত মারি
৩ খাওয়াওন আপনার গোচরে তাহার খাইটানুযায়ি।
চল্লিশ মারি দিতে পারে তাহারে কিন্তু অধিক নহে
নতুবা ইহা হইতে অধিক মারি খাওয়াইলে তোমার
ভাই অতি নিচ পড়ে তোমার গোচরে।

৪ শস্য মাড়া গরুর মুখ বন্ধ করিও না।

৫ যদি ভ্রাতাগণ একত্র বাস করে এবং তাহারদের

এক জন নিঃসন্তান মরে তখন সে মরা মানুষের
জায়া অন্য পরিজনের সহিত বিবাহ করুক না তাহার
স্বামীর ভাই তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসর্গ করুক
ও তাহার স্বামীর ভাইর প্রকৃত কার্য্য করুক তাহার
৬ সহিত। এবং প্রথম পুত্র যে প্রসব হবে সে হবে
তাহার মরা ভ্রাতার নাম রক্ষক তাহাতে তাহার নাম
৭ ক্ষয় হইয়া না যায় ইস্রায়েল হইতে। যদি সে মানুষ
তাহার ভ্রাতার বধূ লইতে চাহে না তবে সে বধূ যাওক
প্রাচীন লোকের দ্বারে এবং বলুক আমার স্বামীর
ভাই আপনার ভ্রাতার বংশ রক্ষা করিতে চাহে না
ইস্রায়েলের মধ্যে সে স্বামীর ভাইর প্রকৃত ব্যবহার
৮ করিতে চাহে না আমার সহিত। তখন সে সহরের
প্রাচীন লোক তাহাকে ডাকিয়া বলিবে ও যদি
সে দৃঢ় বলে আমি লইতে চাহি না তাহাকে
৯ তবে তাহার ভ্রাতার বধূ তাহার নিকট আসিয়া প্রাচীন
লোকের গোচরে তাহার জুতা পা হইতে খুলুক এবং
থুথু দিওক তাহার মুখে এবং উত্তর করিয়া কহুক
এমন করিতে হবে সে মানুষকে যে আপনার ভ্রাতার
১০ বংশ রক্ষ করিতে চাহে না। এবং ইস্রায়েলে
তাহার নাম হবে খুলাজতা মানুষের ঘর।
১১ লোকেরদের ঝকড়া হইলে যদি এক জনের জায়া
নিকট আসিয়া তাহার স্বামীকে রক্ষার্থে তাহা হইতে
যে মারে তাহাকে পরে হাত বাড়ইয়া তাহার লিঙ্গ ধরে।
১২ তবে তাহার হাত কাটিয়া ফেল দয়া করিও না।
১৩ নানা বটকারা রাখ না একটা বড় একটা ছোটা।

১৪ একটা বড় একটা ছোটা তোমার ঘরে নানা পরিমাণ
১৫ রাখিও না। তোমার শুদ্ধ ও প্রকৃত বতকারা ও শুদ্ধ
ও প্রকৃত পরিমান হওক যেন তোমার কাল বৃদ্ধ হবে
সে দেশে যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর দিতেছেন
১৬ তোমাকে। কেননা যাহারা ইহা করে ও যাহারা
অকর্ত্তব্য করে তাহারা সকল যিহুহা তোমার
ঈশ্বরের ঘৃনিত।

১৭ ঔমলক কি করিল তোমাকে পথে তোমারদের
১৮ মিসর হইতে আইসন সময়ে সে কি মতে তোমাকে
পথে ধরিলে মারিল তোমার পশ্চাত দুর্ব্বল লোককে
যখন শ্রান্ত ও কাহিল ছিল সেই ও ভয় করিল না
১৯ ঈশ্বরকে। অতএব যে দেশ যিহুহা তোমার ঈশ্বর
দিতেছেন তোমাকে অধিকারের কারন যিহুহা তোমার
ঈশ্বর তোমাকে সে দেশে বিশ্রাম দিয়া তোমার
সকল চতুর্দ্দিগের শত্রু হইতে তখন মুছিয়া ফেল
ঔমলকের স্মরন স্বর্গের নিচে হইতে তাহাতে
বিস্মৃতি হইও না।

পর্ব্ব ২৬ তুমি সে দেশে প্রবেশ করিয়া যাহা যিহুহা
তোমার ঈশ্বর দিতেছেন তোমাকে অধিকারের
কারন এবং তাহা পাইয়া যখন বসতি কর তাহার
১ মধ্যে তখন তোমার ভূমির প্রথম ফল যাহা যিহুহা
তোমার ঈশ্বর দিতেছেন তোমাকে সে সকলের
কিছু লও এবং চুপড়ি করিয়া প্রস্থান কর সে স্থানে
যাহা যিহুহা পশন্দ করিয়াছেন তাহার নাম

৩ সেথায় থুইতে। এবং সে কালের যে যাজক হয়
তাহার কাছে আসিয়া বল আজি আমি স্বিকার
করি য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাত যে আমি
এথান আসিয়াছি সে দেশে যাহা য়িহুহা কিরা
করিলেন আমার পিতৃরদের কাছে তাহা দিতে
৪ আমারদিগে। পরে যাতক সে চুপড়ি তোমার
হাত হইতে লইয়া থুক তোমার ঈশ্বর য়িহুহার
৫ যজ্ঞকণ্ডের সম্মুখে পরে তুমি উত্তর করিয়া
বল য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাত আমার
পিতা জিল মরিবার মত আরমী ও তিনি মিচরে
যাইয়া বাস করিলেন অল্প লোকের সহিত
ও সেথানে হইল বৃহত ও বলবান ও অতি বড়
৬ বর্ন। এবং মিচরীরা তোর করিয়া দুঃখ দিল
আমারদিগকে ও কঠিন গোলামি কার্য্য করাইল
৭ আমারদিগকে। যখন আমরা চেঁচাইলাম য়িহুহা
আমারদের পিতৃরদের ঈশ্বরের কাছে তখন য়িহুহা
শুনিলেন আমারদের কথা ও দেখিলেন আমারদের
৮ দুঃখ ও মেহনত ও জোর পাপন। পরে য়িহুহা বলবান
হাত দিয়া ও ভুজ বাড়াইয়া ও মহা ত্রাস ও বড় চিহ্ন
ও আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া বাহির করিলেন আমার
৯ দিগকে মিচর হইতে ও অনাইলেন আমারদিগকে এ
স্থানে ও দিয়াছেন আমারদিগকে এ দেশ একটা
১০ দুগ্ধমধু পরিপূর্ন দেশ। দেখ আমি এখন আনি
য়াছি ভূমির প্রথম ফল যাহা তুমি হে য়িহুহা
দিয়াছ আমাকে পরে। তাহা য়িহুহা তোমার

ঈশ্বরের সন্নিধে থাকিয়া প্রণাম কর যিহুহা তোমার
১১ ঈশ্বরের সাক্ষাত। পরে আনন্দিত হও সে সকল
সম্পদে যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর দিতেছেন
তোমাকে ও তোমার পরিজনকে তুমি ও লোঈ ও
বিদেশী যে আছে তোমার সহিত।

১২ তৃতীয় বৎসরে তাহাই দশমাংশ লওন বৎসর
যখন তোমার সম্পর দশমাংশ লওন সাঙ্গ করিয়াছ
ও তাহা লোঈ ও প্রবাসী ও পিতাহীন ও বিধবাকে
দিয়াছ তাহারা তোমার দ্বারে খাইয়া পরিতুষ্ট হওনের
১৩ জন্য তখন বল যিহুহা তোমার ঈশ্বরের বর্ত্তমান
যাহা পবিত্র তাহা আমার দ্বর হইতে লইয়া দিয়াছি
লোঈ ও বিদেশী ও পিতাহীন ও বিধবাকে তোমার
সকল আজ্ঞানুযায়ি যাহা দিয়াছ আমাকে আমি না
লঙ্ঘিয়াছি ও বিস্মৃতি না হইয়াছি তোমার আজ্ঞা।
১৪ আমার শোকে তাহা কিছু খাইলাম না ও তাহার কিছু
লইলাম না অশুচি কার্য্যের কারন ও তাহার কিছু
দিলাম না মরার কারন কিন্তু যিহুহা আমার ঈশ্বরের
কথা মানিয়াছি। যাহা আজ্ঞা দিয়াছ আমাকে সে
১৫ সকলানুযায়ি করিয়াছি। তোমার বিশ্রের বসতি
স্বর্গ থাকিয়া দৃষ্ট কর ও আশীর্ব্বাদ দেও তোমার
য়িশ্রায়ল লোককে ও সে দেশ যাহা দিয়াছ আমার
দিগকে যেমন কিরা করিয়াছ আমারদের পিতৃর
দিগকে তাহা দুগ্ধমধুপরিপূর্ন এক দেশ বটে।

১৬ আজি যিহুহা তোমার ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন
তোমাকে এ সকল বিধি ও ব্যবস্থা করিতে

অতএব তোমার সকল অন্তঃকরন ও তোমার সকল
১৭ মন দিয়া পালন কর ও কর তাহা। আজি যিহুহাকে
স্বীকার করিয়াছ তোমার ঈশ্বর হওনের কারন ও
তুমি তাহার পথে চলনের কারন ও তাহার বিধি ও
আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করন ও তাহার কথা শুনিনের
১৮ কারন। আজি ও যিহুহা স্বীকার করিয়াছেন যে তুমি
হইবা তাহার নিজ লোক যেমন তিনি করার করিলেন
তোমাকে ও যে তুমি পালন করিবা তাহার সকল
১৯ আজ্ঞা এবং স্তব ও নাম ও সম্ভ্রমে তোমাকে মহত
করাইবা সকল বর্ণের ওপর যাহারদিগকে তিনি
সৃজ্জন করিয়াছেন ও যে তুমি হইতে পারিবা এক
পবিত্র লোক যিহুহা তোমার ঈশ্বরের কারনে যেমন
তিনি কহিয়াছেন।

পর্ব্ব ২৭ পরে মোশা যিশরালের প্রাচীন লোক ও লোকের
দিগকে এ কথা কহিয়া আজ্ঞা দিলেন প্রতি আজ্ঞা যাহা
আমি আজি দেই তোমারদিগকে তাহা পালন কর।
২ ও যে দিন তোমরা যির্দ্দানের পার হও সে দেশে
যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর দিতেছেন তোমারদিগকে
৩ তখন বড় পাথর খাড়া করিয়া লেপ পরে লেখ
তাহার ওপর এ ব্যবস্থার সকল কথা যির্দ্দনের পার
হইয়া সে দেশে প্রবেশ করিতে যাহা যিহুহা তোমার
ঈশ্বর দিতেছেন তোমাকে এক দুগ্ধমধুপরিপূর্ণ দেশ
যে মত যিহুহা তোমার পিতৃরদের ঈশ্বর প্রতিজ্ঞ
৪ করিয়াছেন তোমাকে। এ পাথর যাহা আমি

আজি আজ্ঞা দিয়াছি তোমাকে তাহা য়িৰ্দ্দনের
পার হইয়া যাত্রা কর ঈবল পর্ব্বতে এবং
৫ তাহা লেপ। পরে সে স্থানে গাঁথ এক যজ্ঞকুণ্ড
য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কারন এক পাথরের
যজ্ঞকুণ্ড লোহার জাটিয়ার লাগিও না তাহার ওপর।
৬ সমুচা পাথর দিয়া গাঁথ য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের
যজ্ঞকুণ্ড এবং আহুতি কর তাহার ওপর য়িহুহা
৭ তোমার ঈশ্বরের ঠাঁই। তোমার মঙ্গলায়ন কর ও
খাও সে স্থানে ও আনন্দ কর য়িহুহা তোমার
৮ ঈশ্বরের সাক্ষাত। ও সে পাথরের ওপর প্রশুদ্ধ
লেখ এ ব্যবস্থার সকল কথা।

৯ পরে মোশা ও লোঈ যাজক লোক এ কথা কহিল
য়িশরালের সকলকে হে য়িশরাল তোমরা
অবধীন করিয়া শুন আজি তুমি হইয়াছ য়িহুহা
১০ তোমার ঈশ্বরের লোক অতএব শুন য়িহুহা তোমার
ঈশ্বরের কথা ও কর তাহার আজ্ঞা ও তাহার বিধি
১১ যাহা আমি আজি দিতেছি তোমাকে।

তৎকালে মোশা এ কথা আজ্ঞা করিলেন লোক
১২ কে। তোমারা য়িৰ্দ্দনের পার হইলে ইহারা লোককে
আশীর্ব্বাদ দিতে গরজিম পর্ব্বতে দাণ্ডাউক শি
১৩ মওোন ও লোই ও য়িহোদা ও য়িশশ্খার ও য়ুসফ
ও বেনিমন এবং ইহারা ঈবল পর্ব্বতে দাণ্ডাউক
শাপ দিতে রাউবল ও গাদ ও আশর ও জবুলন ও
দান ও নপ্তলি।

১৩ তখন লোঙ্গীরা উত্তর করিয়া উচ্চস্বরে যিশায়ার
১৪ সকল মানুষকে কহুক শাপগ্রস্ত হওক সে মানুষ
যে খোদকারি কি শাঁচুয়া প্রতিমা যিহুহার ঘৃনিত বস্তু
কারিগারের হাতের কার্য্য নির্ম্মান করিয়া গুপ্ত
স্থানে। পরে সকল লোক উত্তর করিয়া কহুক
১৬ হওক। শাপগ্রস্ত হওক সে জন যে নিন্দা করে
আপনার পিতা মাতাকে। পরে সকল লোক বলুক
১৭ হওক। শাপগ্রস্ত হওক সে জন যে লড়ায় তাহার
প্রতিবাসীর ভূমির চিহ্ন। পরে সকল লোক কহুক
১৮ হওক। শাপগ্রস্ত হওক সে জন যে গমনে চুকায় অন্ধ
১৯ লোককে। পরে কহুক লোক সকল হওক। শাপ
গ্রস্ত হওক সে জন যে ফিরায় বিদেশী কি পিতাহীন
কি বিধবার ন্যায়। পরে কহুক সকল লোক হওক।
২০ শাপগ্রস্ত হওক সে জন যে শয়ীর করে আপনার
পিতার জায়ার সহিত কেননা সে ওদনা করে আপনার
২১ পিতার আচ্ছাদন। পরে কহুক সকল লোক হওক।
শাপগ্রস্ত হওক সে জন যে শয়ীর করে কোন প্রকার
২২ পশুর সহিত। পরে কহুক সকল লোক হওক। শাপ
গ্রস্ত হওক সে জন যে শয়ীর করে আপনার ভগিনীর
সহিত তাহাই আপনার পিতা কি মাতার কন্যা পরে
২৩ বলুক সকল লোক হওক। শাপগ্রস্ত হওক সে জন
যে শয়ীর করে আপনার শাশুড়ির সহিত। পরে
২৪ কহুক সকল লোক হওক। শাপগ্রস্ত হওক সে জন
যেগুপ্ত করিয়া মারে আপনার প্রতিবাসীকে। পরে
২৫ কহুক সকল লোক হওক। শাপগ্রস্ত হওক সে

জন যে দান লয় অনপরধির প্রান যুন করিতে। পরে
২৬ কহুক সকল লোক হওক। শাপগ্রস্ত হওক
সে জন যে এ ব্যবস্থার সকল কথা নিত্য করিতে
প্রবর্ত্ত না হয়। পরে কহুক সকল লোক। হওক।

পর্ব্ব ২৮ যদি য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কথা একান্ত যান পা
লন করিয়া করিতে তাহার সকল আজ্ঞা যাহা আমি
আজি দিতেছি তোমাকে তবে য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
ওচ্চ করাইবেন তোমাকে পৃথিবীর সকল বর্ন হইতে।
২ যদি তুমি শুন য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কথা তবে
এ সকল আশীর্ব্বাদ তোমার ওপর আসিয়া ঘটিবে
৩ তোমাকে। তুমি বিন্য হইবা সহরে ও বিন্য
৪ হইবা ক্ষেত্রে। তোমার শরীরের ফল ও ভূমির
ফল ও তোমার গো মেষাদির ওৎপন্ন বিন্য হইবে।
৫ বিন্য হইবে তোমার টুকরী ও তোমার সম্মতা।
৬ বিন্য তুমি যখন প্রবেশ করিতেছ ও বিন্য যখন বাহিরে
৭ যাইতেছ। তোমার শত্রু যে ওঠে তোমার বিপরিতে
তাহারদিগকে য়িহুহা যারা পড়াবেন তোমার
সন্মুখে তাহারা এক দিগ হইতে বাহিরিবে তোমার
বিপরিতে ও সাত দিগে পলাইবে তোমা হইতে।
৮ য়িহুহা আশীষ আজ্ঞা দিবেন তোমার ওপর তোমার
গোলা ও তোমার যে২ কর্ম্মে হাত দিতেছ ও আশীষ
দিবেন তোমাকে সে দেশে যাহা য়িহুহা তোমার
৯ ঈশ্বর দিতেছেন তোমাকে। য়িহুহা স্থির করিবেন
তোমাকে তাহার আপনার এক বীর্ম্মিকে লোক যেমন

ফিরা করিয়াছেন তোমাকে যদি তুমি য়িহুহা তোমার
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া চলিবা তাহার পথে।
১০ পরে পৃথিবীর সকল লোক দেখিবে যে তুমি য়িহুহা
১১ নাম্নীয় ও তাহারা ভয় করিবে তোমাকে। য়িহুহা
সম্বন্ধে বড় ভাগ্যবান করাবেন তোমাকে তোমার
গর্ব্বফল ও পশুফল ও ভূমিফলে সে দেশে যাহা
য়িহুহা ফিরা করিলেন তোমার পিতৃগণকে দিতে
১২ তোমাকে। য়িহুহা খুলিবেন তাহার ভাল ভাণ্ডার
তোমার কাছে শূন্যই বৃষ্টি দিতে তোমার দেশের
ওপর উচিত কালে ও বর দিতে তোমার হাতের
সকল কার্য্যে ও তুমি কর্জ্জ দিবা অনেক বর্ণকে কিন্তু
১৩ তুমি কর্জ্জ লইবা না। য়িহুহা ও করাইবেন
তোমাকে মাথা নেজ নহে তুমি ও হইবা কেবল
যেহত তুমি নিচ হইবা না যদি য়িহুহা তোমার
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুন যাহা আমি আজি দিতেছি
১৪ তোমাকে তাহা মানিতে ও করিতে। ফিরিও না
দক্ষিনে কি বামে এ সকল কথা হইতে যাহা আমি
আজি আজ্ঞা দিতেছি তোমাকে অন্য দেবের পশ্চাত
যিইতে তাহারদের সবা করিতে।

১৫ কিন্তু যদি য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কথা শুন না
পালন করিয়া করিতে তাহার সকল আজ্ঞা ও বিধি
যাহা আমি আজি দিতেছি তোমাকে তবে এ সকল
১৬ শাপ আসিয়া পড়িবে তোমার ওপর ও লৌঁছিয়া
ধরিবে তোমাকে। শাপগ্রস্ত তুমি সহরে

১৭ শাপগ্রস্ত হইবা ক্ষেত্রে। শাপ হবে তোমার টুকরি
১৮ ও ময়দ্রব্যে। শাপগ্রস্ত হইবে তোমার অণ্ডফল ও
তোমার ভূমিফল ও তোমার গোমেষাদির ৎপন্ন।
১৯ শাপগ্রস্ত হইবা যখন প্রবেশ করিতেছ ও শাপগ্রস্ত
২০ যখন বাহিরে যাইতেছ। য়িহুহা পাঠাইবেন শাপ
ও বিঘ্ন ও বিকল্প যে সকলে করিতে হাত দিতেছ
তোমার সংহার ও শীঘ্র নাশ হওন পর্য্যন্ত তোমার
অতি কুক্রিয়ার জন্য যাহা করিতে ছাড়িয়াছ
২১ আমাকে। য়িহুহা দিবেন মড়ক তোমার ওপর
তোমার সংহার হওন পর্য্যন্ত সে দেশ হইতে যাহাতে
২২ যাইতেছ তাহার অধিকার পাইবার কারণ। য়িহুহা
ক্ষয়ও য্ব স্খলন ও অতিদাহন রোগ ও তলোয়ার
ও ধূলসমূহ ও যাব মারিবেন তোমাকে এবং
তাহা পিটিবে তোমাকে তোমার ক্ষয় হওন
২৩ পর্য্যন্ত। ও তোমার মাথার ওপরের আকাশ
হইবে পিতল ও তোমার নিচের মৃত্তিকা হইবে লোহা।
২৪ য়িহুহা করিবেন তোমার দেশের বৃষ্টি বালি ও
ধূলা তাহা স্বর্গ হইতে পড়িবে তোমার ওপর
২৫ তোমার সংহার হওন পর্য্যন্ত। য়িহুহা মারিতে
দিবেন তোমাকে তোমার শত্রুদের আগে তুমি
এক দিগ হইতে রনে যাইবা ও সাত দিগে
পলাইবা ও লক্ষিত হইবা পৃথিবীর সকল রাজ্যে।
২৬ তোমার মরা ও হইবে শূন্যের সকল পক্ষী
ও পৃথিবীর জন্তুর আহার নিমিত্ত ও কেহ

১৭ খেদাইয়া দিবে না তাহারদিগকে। যিহুহা মারিবেন
তোমাকে মিজরের দ্বা ও অর্শ ও নাড়ুয়া ও পাঁচরা দিয়া
২৮ যাহাতে তুমি সুস্থ হইতে পারিবা না যিহুহা
পাগলামি ও অন্ধত্ব ও অন্তঃকরণের বিস্ময় মারিবেন
২৯ তোমাকে। যেমত অন্ধ লোক অন্ধকারে হাতড়ায় সে
মত তুমি করিবা যদ্যিপি ও তোমার ব্যবহারে লক্ষ্মী
হইবে না তুমি হইবা দুঃখিত ও অদৃষ্ট ভাগী
কেবল তোমার সকল পুরাযু এবং কেহ নিস্তার
৩০ করিবে না তোমাকে। ভূমি তাহা বিবাহ করিলে
আর এক জন শয়ীর করিবে তাহার সহিত। তুমি ঘর
গঠিয়া বাস করিবা না তাহার মধ্যে ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্র
৩১ রুপিয়া তাহার ফল পাড়িবা না। তোমার গরু মারিতে
হবে তোমার বর্ত্তমান কিন্তু তাহা কিছু খাইতে
পাবা না তোমার গাধা জোর করিয়া খেদাইতে
হইবে তোমার গোচরে ও তাহা ফিরিয়া পাইবা না।
তোমার মেষাদি দেয়া যাবে তোমার শত্রুর হাতে
ও তোমার কেহ হবে না তাহারদিগকে রক্ষা করিতে।
৩২ তোমার পুত্র কন্যা দিতে হবে অন্য লোককে ও তোমার
চক্ষু দেখিতে২ ও সমস্ত দিনে অপেক্ষ করিতে২ ক্ষীণ
৩৩ হবে ও তোমার হাতে বল হইবে না। অন্য লোক
যাহাকে তুমি জান না খাইয়া ফেলিবে তোমার ভূমির
ফল তোমার সকল মেহনত ও তুমি হইবা জোরগুস্ত
৩৪ ও চেপ্ত মাত্র তোমার সকল পুরাযুতে যেন তুমি হইবা
পাগল তোমার চক্ষুর দর্শনীয়াতে যাহা দেখিবা।
৩৫ যিহুহা শঙ্কোট মহাব্যাধি পীড়ায় মারিবেন তোমাকে

তোমার হাঁটু ও পায়ে তোমার পদতালুয়া হইতে যাথা
৩৬ শিখা পর্য্যন্ত। য়িহুহা তোমাকে ও তোমার রাজা যাহা
কে নিযুক্ত করিবা তোমার ওপরে লইয়া যাওয়াইবেন
এক বর্নের কাছে যাহা তুমি কি তোমার পিতৃগন জানিল
না এবং সেখানে অন্য দেবের সেবা করিবা কাষ্ঠই
৩৭ ও পাথর। তুমি ও হইবা বিস্ময় ও কাহিনি ও গর্ব
বস্তু সে সকল বর্নের মধ্যে যেখানে য়িহুহা লওয়াই
৩৮ বেন তোমাকে। তুমি ক্ষেত্রে বহুত বীজ বুনিবা কিন্তু
অল্প ফসল কাটিবা কেননা পঙ্গপাল ফড়িঙ্গে তাহা
৩৯ খাইয়া ফেলিবে। তুমি দ্রাক্ষা ক্ষেত্র রুপিয়া ও তাহার
কর্ম্ম করিয়া দ্রাক্ষা রস পান ও ফল একত্র করিতে
৪০ পারিবা না কেননা কীট তাহা খাইয়া ফেলিবে। তোমার
সীমায় হইবে জিত বৃক্ষ কিন্তু সে তৈলে গাত্র
৪১ মাখাইব না কেননা ফল ঝড়িয়া পড়িবে। তুমি পুত্র
কন্যা জন্মাইবা কিন্তু নিঃসন্তান হইবা কেননা তাহারা
৪২ লুটিত হইয়া যাইবে। তোমার প্রতি বৃক্ষ ও ভূমির
৪৩ সকল ফল পঙ্গপাল ফড়িঙ্গে খাইবে। বিদেশী
যে আছে তোমার মধ্যে মহত হইবে তোমার ওপর
৪৪ ও তুমি পড়িবা অতি নিচ। সে কর্জ্জ দিবে তোমাকে
কিন্তু তুমি কর্জ্জ দিবা না তাহাকে সে হইবে মাথা ও
৪৫ তুমি হইবা লেজ। এবং এ সকল শাপ আসিবে
তোমার ওপর ও তোমার পাছে২ যাইয়া পৌঁছিয়া ধরিবে
তোমাকে তোমার সংহার হওন পর্য্যন্ত কেননা
তুমি না মানিয়াছ য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কথা
তাহার সকল আজ্ঞা ও বিধি করিতে যাহা দিয়াছেন

৬৩ তোমাকে। এবং সে হইবে চিহ্ন ও আশ্চর্য্য
তোমার ওপর এবং তোমার সন্তানের ওপর সদা
৪৭ কাল। তুমি যিহুহা তোমার ঈশ্বরের সেবা
আনন্দিত ও হরিষ মনে না করিলা তোমার সকল
৪৮ সুভাগ্যের কারণ অতএব যে শত্রু যিহুহা
পাঠাইবেন তোমার বিপরিতে তাহারদের সেবা
করিবা ক্ষুদা ও তৃষ্ণ ও উলঙ্গিতা ও দিনহীনতাতে এবং
সে দিবেক লোহার জোয়াল তোমার গলায়। তোমার
৪৯ সংহার হওন পর্য্যন্ত। যিহুহা এক বর্ন আনিবেন
তোমার বিপক্ষ অতিদূর হইতে পৃথিবীর সীমাই হইতে
নশর ওড়নের মত বেগেগামী এক বর্ন যাহার কথা তুমি
৫০ বুঝিতে পারিবা না। এক বর্ন যাহার মুখ দুরন্ত যে বৃদ্ধ
লোককে সম্ভ্রম করিবেক না এবং যুবা দয়া করিবেক
৫১ না। ও সে খাইয়া ফেলিবে তোমার সকল অন্তর
ওৎপত্তি ও ভূমির ফল তোমার সংহার হওন পর্য্যন্ত।
সে ছাড়িবে না তোমার সস্য কি দ্রাক্ষা রস কি তৈল
কি গরুর ওৎপন্ন কি মেষের পাল তোমার সংহার
৫২ হওন পর্য্যন্ত। এবং সে তোমার চতুর্দ্দিগে বেড়িবে
তোমার গড়া ও শক্ত দেওয়াল পাড়ন পর্য্যন্ত যাহাতে
তোমার বিশ্বাস আছে তোমার সমস্ত দেশে এবং সে
সৈন্য বাড়াইবে তোমাকে তোমার সকল ঘরে তোমার
সমস্ত দেশে যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর দিয়াছেন
৫৩ তোমাকে। এবং তুমি আপনার শরীরের ফল
তোমার যে পুত্র কন্যা যিহুহা দিয়াছেন তোমাকে
তাহারদের মাংস খাইবা সে শত্রু বড়ান ও দিনহী

সের সময়ে যাহাতে তোমার শত্রু দুঃখা দিবে তোমাকে।
৫৪ তাহাতে যে মানুষ অতি কমল ও ফুলফুলা তোমার
দের মধ্যে তাহার মন্দ দৃষ্ট হইবে তাহার ভ্রাতা ও
৫৫ হৃদয়ের জায়া ও তাহার বক্রি শিশুদের ওপর। যেন
দিবে না তাহারদিগকে তাহার বালকের মাংসের কিছু
যাহা খাইবে কেননা তাহার কিছু নহে সে শত্রুবেড়ান
ও ক্লেশে যাহা তোমার শত্রু করিবে তোমার সকল
৫৬ ঘরে। তোমারদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক কমল
এবং ফুলফুলা যে আপনার পা মৃত্তিকায় দিতে
চাহে না ফুলফুলার জন্য তাহার দৃষ্ট হইবে মন্দ
৫৭ তাহার হৃদয়ের স্বামী ও পুত্র ও কন্যার ওপর ও
তাহার বালার ওপর যে বাহিরিবে তাহার পদের
মধ্যস্থান হইতে এবং তাহার বালকেরদের ওপর
যাহারা প্রসব হইবে কেননা সে তাহারদিগকে
গুপ্তেতে খাইয়া ফেলিবে আহার অপ্রাপ্য হইয়া সে
শত্রুবেড়ান সময়তে ও তনান্তে যাহাতে তোমার
শত্রু দুঃখ দিবে তোমাকে তোমার সকল ঘরে।
৫৮ যদি তুমি পালন করিবা না এ ব্যবস্থার সকল কথা
যাহা লিখা হইয়াছে এ পুস্তিতে ভয় করিতে এ মহা
৫৯ সম্ভ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর নাম যিহুহা তোমার ঈশ্বর তবে
যিহুহা আশ্চর্য্য করাইবেন তোমার ও তোমার সন্তানের
ঘাত তাহাই মহা ও বহুকালের ঘাত অদ্ভুত ও নিত্য
৬০ পীড়া। তিনি ও দিবেন মিসরের সমস্ত রোগ
তোমার ওপর যাহাতে তুমি ভয়ার্থ ছিলা এবং সে
সকল থাকিবে তোমার ওপর পুত্তি পীড়া ও পুত্তি ঘাত

৬১ যাহা এ ব্যবস্থার পুস্তিতে লিখা নহে তাহা য়িহুহা
উৎপতি করাইবেন তোমার ওপর তোমার সংহার
৬২ পর্য্যন্ত। তোমরা ছিলা স্বর্গের তারার মত
অনেক কিন্তু হইবা অতি অল্প কেননা তোমরা মানিলা
৬৩ না য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কথা। যেমন য়িহুহা
আনন্দ করিলেন তোমার ওপর তোমার কল্যান
করিতে ও বাড়াইতে তোমারদিগকে তেমন য়িহুহা
আনন্দ করিবেন তোমারদের ওপর সংহার ও শূন্য
করিতে তোমারদিগকে ও তোমারদিগকে উপড়িতে
হবে সে দেশ হইতে যাহাতে প্রবেশ করিতেছ তাহার
৬৪ অধিকার পাওনের কারন। য়িহুহা ও ছিন্নভিন্ন
করিবেন তোমারদিগকে সকল লোকের মধ্যে পৃথিবীর
আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ও সেখানে অন্য দেবের
সেবা করিবা কাষ্ঠই ও পাথর যাহা তুমি কি তোমার
৬৫ পিতৃগন জানিল না ও সে বর্ণেরদের মধ্যে তুমি
কিছু বিশ্রাম পাইবা না ও তোমার পার তালুয়ার বিশ্রাম
হইবে না কিন্তু য়িহুহা অন্তঃকরনের চটপট ও চক্ষুর
৬৬ ক্ষীনতা ও মনের দুঃখ দিবেন তোমাকে ও তোমার
জীবন রক্ষা সন্দেহ হবে ও দিবা রাত্রে ভয় করিবা
৬৭ ও প্রান রক্ষার বিশ্বাস পাইবা না। প্রাতকালে বলিবা
আহা যদি সন্ধ্যা হইত ও সন্ধ্যায় বলিবা আহা
যদি প্রাতকাল হইত তোমার অন্তঃকরনের ভয়েতে
যাহা পাইবা ও তোমার দর্শনের কারন যাহা দেখিবা।
৬৮ পরে য়িহুহা আরবার তোমাকে মিজরে পাঠাইবেন
জাহাজে সে পথ দিয়া যাহা বলিলাম তুমি তাহা

আর দেখিবা না এবং সেখানে তোমারদিগকে
দাস দাসীর নিমিত্তে বিক্রয় করিতে হইবে তোমার
দের শত্রুরদের কাছে ও কেহ ক্রয় করিবে না
তোমারদিগকে।

পর্ব্ব ২৯ ১ এই সে বন্দোবস্তের কথা যাহা যিহোবা আজ্ঞা
দিলেন মোশাকে করিতে যিশ্রায়েলের সন্তানেরদের
সহিত তোমার দেশে সে প্রথম বন্দোবস্ত ভিন্ন
যাহা করিলেন তাহারদের সহিত হোরেবে।

২ তৎকালে মোশা ডাকিয়া বলিলেন সকল
যিশ্রায়েলকে যাহা২ যিহোবা করিলেন মিসরে ফরোণা
ও তাহার সকল দাস ও তাহার সকল দেশের ওপর
তোমারদের দৃষ্টে তাহা সকল তোমরা দেখিয়াছ।
৩ সে মহা পরিক্ষা যাহা তোমারদের চক্ষু দেখিয়াছে
৪ সে চিহ্ন ও মহা অদ্ভুত কার্য্য। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত
যিহোবা না দিয়াছেন তোমারদিগকে জানিবার চিত্ত
৫ ও দেখিবার চক্ষু ও শুনিবার কর্ণ। এ চল্লিশ বৎসর
আমি গতি করাইয়াছি তোমারদিগকে অরণ্যতে
তোমারদের বস্ত্র তোমারদের গায়ে ও জুতা তোমার
৬ দের পায়ে পুরাতন হইয়া না গিয়াছে। তোমরা রুটি
খাইলা না ও দ্রাক্ষারস কি শুরা পীলা না তোমারদের
জানিবার কারণ যে আমি যিহোবা তোমারদের ঈশ্বর।
৭ যখন এ স্থানে ওত্তরিলা হিশবোনের রাজা সীহোন
ও বশনের রাজা ওগ বাহিরিল যুদ্ধ করিতে আমার
দের সহিত এবং আমরা মারিলাম তাহারদিগকে।
৮ আমরা ও বিরিলাম তাহারদের যত দেশ এবং তাহা

দিলাম রূবেণী ও গাদী ও মনশার অর্দ্ধ গোষ্ঠীতে
৯ অধিকারের জন্য। অতএব পালন করিয়া কর
এ বন্দোবস্তের কথা তাহাতে ভাগ্যবান হইবা সকল
কর্ম্মে যাহা২ কর।

১০ আজি তোমরা সকল দাণ্ডাইতেছ য়িহুহা তোমার
দের ঈশ্বরের সাক্ষাত তোমারদের গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ
ও প্রাচীন ও প্রবীন লোক। ও য়িস্রায়েলের প্রতি মানুষ
১১ তোমারদের বালক ও স্ত্রীলোক ও বিদেশী যে
তোমারদের সৈন্যস্থলে তোমার কাষ্ঠবাটক হইতে
১২ জলতুলক পর্য্যন্ত য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের
সহিত বন্দোবস্ত ও কিরা করিতে যাহা য়িহুহা তোমার
১৩ ঈশ্বর আজি করিতেছেন তোমারদের সহিত। যেন
তিনি আজি নিযুক্ত করিবেন তোমারদিগকে তাহার
নিজ লোক ও যেন তিনি হবেন তোমার ঈশ্বর যেমত
কহিলেন তোমাকে ও যেমত কিরা করিলেন তোমার
১৪ পিতৃগণ আবরহাম য়িজহক ও যাঁকুবকে। তোমারদের
সহিত কেবল নহে যে আমি করিতেছি এ বন্দোবস্ত
১৫ ও কিরা কিন্তু তাহার সহিত যে আজি দাণ্ডাইতেছে
আমারদের সঙ্গি য়িহুহা আমারদের ঈশ্বরের
সাক্ষাত ও তাহার সহিত যে আজি এখানে নহে
১৬ আমারদের সহিত। কেননা তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ
যে আমরা বসতি করিলাম মিজর দেশে ও গিয়া
ছিলাম সে বর্ণেরদের মধ্যে যেখানে তোমরা
১৭ গেলা। এবং দেখিয়াছ তাহারদের ঘৃণাযুক্ত কার্য্য
ও তাহারদের দেবতা কাষ্ঠ ও পাথরও রূপা ও স্বর্ণ

১৮ যাহা ছিল তাহারদের মধ্যে। পাছে তোমারদের মধ্যে মানুষ কি স্ত্রী কি পরিজন কি গোষ্ঠী হয় যাহার অন্তঃকরণ আজি ফিরে যিহোবা আমারদের ঈশ্বর হইতে যাইতে এই বর্ণেরদের দেবতার সেবা করিতে ও পাছে তোমারদের মধ্যে হয় একটা মূল যা থাকিয়া
১৯ বাহিরে বিষ ও নাগদানা। এবং সেই এ শাপের কথা শুনিয়া অন্তঃকরণে আপনাকে আশীর্ব্বাদ দেয় কহিয়া আমি যদি আপনার মনের গুদ্রবে চলি বেশুরতা তৃষ্ণার ওপর করিতে তথাচ আমার কুশল
২০ হবে। যিহোবা দয়া করিবেন না তাহাকে কিন্তু তখন যিহোবার ক্রোধ ও ঈর্ষ্যতা ধুম্মাইবে সে মানুষের বিপরিতে এবং যে২ শাপ লেখা হয় এ পুস্তিতে সে সকল পড়িবে তাহার ওপর ও যিহোবা মোচিয়া
২১ ফেলিবেন তাহার নাম স্বর্গের নিচে হইতে। যিহোবা ও ভিন্ন করিবেন তাহাকে দুর্গতিতে যিশরালের সকল গোষ্ঠী হইতে এ বন্দোবস্তের সকল শাপের কথানুযায়ি যাহা লেখা হইয়াছে এ ব্যবস্থা পুস্তিতে।
২২ যেন তোমারদের যে সন্তান হবে তাহারদের ভবিষ্যত পুরুষ ও বিদেশী যে দূর দেশ হইতে আইসে তাহারা এ দেশের ঘাত ও পীড়া যাহা যিহোবা দিয়াছেন
২৩ তাহার ওপর ও যে তাহার সমস্ত দেশ গন্ধক ও লবন ও জ্বলন ও যে তাহার বুনন হয় ও ফসল না ও কিছু ঘাশ তাহাতে নহে সদম ও ঔমরা ও আদমা ও জবীয়ের সংহারের মত যাহা যিহোবা তাহার

২৪ ক্রোধি ও কোপে সংহার করিলেন। তাহারা বলিবে
ও সকল বর্নই বলিবে য়িহুহা কি কারন এমন করিয়া
২৫ জেন এ দেশে এমহা ক্রোধি কেন। তখন লোকে বলিবে
তাহারা ত্যাগ করিয়াছে য়িহুহা তাহারদের পিতৃর
দের ঈশ্বরের বন্দোবস্ত যাহা করিলেন তাহারদের
সহিত যখন বাহির করিলেন তাহারদিগকে মিজর
২৬ দেশ হইতে তাহারা অন্য দেবের সেবা ও ভজনা
করিয়াছে দেবতাই যাহা তাহারা জানিল না
ও যাহা তিনি দিয়াছিলেন না তাহারদিগকে।
সে কারন য়িহুহার ক্রোধি প্রজ্বলিত ছিল এ দেশের
বিপরিতে এ পুস্তিতে লেখা যত শাপ আনিতে
২৭ তাহার ওপর। এবং য়িহুহা ভষা ও ক্রোশিত
২৮ ও মহা ক্রোধিত হইয়া ওপড়িয়াছেন তাহার
দিগকে তাহারদের দেশ হইতে ও ফেলিয়া দিয়াছেন
তাহারদিগকে অন্য দেশে যে মত আজি হয়।
২৯ গুপ্ত যাহা তাহা য়িহুহা আমারদের ঈশ্বরের
কিন্তু প্রকাশিত যাহা তাহা আমারদের ও আমার
দের সন্তানেরদের এ ব্যবস্থারের সকল কথা সদা
সর্ব্বক্ষনে করনার্থে।

পর্ব্ব ৩০ এ সকল কথা এ আশীর্ব্বাদ ও এ শাপ যাহা
আমি থুইয়াছি তোমার গোচরে যখন আসিবে
তোমার ওপর ও তুমি তাহা মনে করিবা সে সকল
বর্নেরদের মধ্যে যে স্থানে য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
খেদাইয়া দিয়াছেন তোমাকে ও তুমি ও তোমার

১ সন্তানেরা অন্তঃকরণ ও মন দিয়া যিহোবা তোমার
ঈশ্বরেরদিগে ফিরিয়া মানিবা তাহার কথা যে
সকলানুযায়ি যাহা আমি আজি আজ্ঞা করিতেছি
৩ তোমাকে তবে যিহোবা তোমার ঈশ্বর ফিরা
ইবেন তোমার লুট ও দয়া করিবেন তোমাকে ও
ফিরিয়া আনিবেন ও একত্র করিবেন তোমাকে
সকল বর্ণ হইতে যেখানে যিহোবা তোমার ঈশ্বর
৪ ছড়াইয়াছেন তোমাকে। তোমার কোন কেহ
স্বর্গের অন্তে যদি থেদিত তবে সেখান হইতে
যিহোবা তোমার ঈশ্বর একত্র করিবেন তোমাকে ও
৫ সেখান হইতে লইবেন তোমাকে। যিহোবা তোমার
ঈশ্বর ও আনিবেন তোমাকে তোমার পিতৃ অধিকার
দেশে ও তুমি তাহার আধিকার পাইবা তিনি
ও করিবেন তোমার ভাগ্য এবং বাড়াইবেন
তোমাকে তোমার পিতৃগণ হইতে অধিক। এবং
৬ যিহোবা তোমার ঈশ্বর তোমার ও তোমার সন্তানের
দের অন্তঃকরণের ত্বকচ্ছেদ করিবেন যেন তোমার
সকল অন্তঃকরণ ও মন দিয়া প্রেম করিবা যিহোবা
তোমার ঈশ্বরকে তোমার বাঁচনের কারণ। যিহোবা
৭ তোমার ঈশ্বর ও দিবেন এ সকল শাপ তোমার শত্রুর
দের উপর ও তাহারদের উপর যাহারা ঘৃণা ও বিপ
৮ ক্ষতা করে তোমাকে। তুমি ও ফিরিবা ও মানিবা
যিহোবার কথা ও করিবা তাঁহার সকল আজ্ঞা
৯ যাহা আমি আজি দিতেছি তোমাকে। তখন যিহোবা
তোমার ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ দিবেন তোমার হাতের পূর্ণ

কার্য্যে তোমার গর্ব্বফল ও পশুফল ও ভূমিফলে
ভাগ্য করিবেন কেননা য়িহুহা আবার ভাগ্যের কারণ
আনন্দ করিবেন তোমার ওপর যেমত আনন্দিত
৯ ছিলেন তোমার পিতৃরদের ওপর। যদি তুমি
শুনিবা য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের কথা পালন করিতে
তাহার আজ্ঞা ও বিধি যাহা লিখিয়াছেন এ ব্যবস্থা
পুস্তিতে ও যদি তুমি তোমার সকল অন্তঃকরণ ও মন
দিয়া ফির য়িহুহা তোমার ঈশ্বরের দিগে।
১১ যে আজ্ঞা আমি আজি দিতেছি তোমাকে তাহা
১২ গুপ্ত নহে তোমা হইতে ও অতি দূর নহে। তাহা
স্বর্গে নহে তোমার বলনার্থে কেতা স্বর্গে যাইয়া
আনিবে ও তাহা শুনাইবে আমারদের তাহা করনের
১৩ কারণ তাহা ও সমুদ্রের ওপার নহে তোমার
বলনার্থে কে তাহা আনিয়া বলিবে আমারদের
১৪ শ্রবন ও করনার্থে কিন্তু কথা তোমার অতি নিকট
তোমার মুখ ও অন্তঃকরনেই তোমার তাহা
১৫ করনার্থে। দেখ আমি আজি ধরিয়াছি জীবন
ও সুভাগ্য ও মৃত্যু ও দুর্ভাগ্য তোমার গোচরে।
১৬ ইহাতে যে তোমার ঈশ্বরকে প্রেম করন ও তাহার
পথে চলন ও তাহার আজ্ঞা ও বিধি ও বিচার
পালন করন আজ্ঞা আজি দেই তোমাকে তোমার
বাঁচন ও বাড়নার্থে এবং য়িহুহা তোমার ঈশ্বর
আশীর্ব্বাদ দিবেন তোমাকে সে দেশে যাহাতে
১৭ তুমি যাইতেছ তাহার অধিকার পাইতে। কিন্তু
যদি তোমার অন্তঃকরন ফিরে যেন শুনিবা না কিন্তু

মনে টানিত হইয়া প্রণাম কর অন্য দেবের কাছে ও
১৮ তাহারদের সেবা কর। তবে আমি আজি প্রতিজ্ঞা
করি তোমারদিগকে তোমরাদের অবশ্য ক্ষয় হইবে
তোমারদের বহুকাল স্থিতি হইবে না সে দেশে যাহার
অধিকার পাইতে য়িৰ্দ্দনের পার হইতেছ। আজি
১৯ আমি স্বর্গ ও পৃথিবী সাক্ষী করিতে ডাকি তোমার
দের বিপরিতে যে আমি থুইয়াছি জীবন ও মৃত্যু বর ও
শাপ তোমারদের গোচরে অতএব পশন্দ কর জীবন
২০ তোমার ও তোমার সন্তান বাঁচনের কারন য়িহুহা
তোমার ঈশ্বরকে প্রেম করন ও তাহার কথা মানন ও
তাহার সহিত থাকনের জন্য কেননা তিনি তোমার
বল ও কালের দীর্ঘতা ও সে দেশে বাস করনের
কারন যাহা য়িহুহা কিরা করিলেন দিতে তোমার
পিতৃগন আবরহাম ও য়িচহক ও যাঁকুবকে।

পর্ব্ব ৩১ পরে মোশা যাইয়া এ কথা কহিয়া বলিল সকল
য়িশরালকে আজি আমার এক শত কুড়ি বৎসর বয়
ক্রম হইয়াছে আমি আর গতয়াত করিতে পারি না
এবং য়িহুহা কহিয়াছেন আমাকে তুমি য়িৰ্দ্দনের পার
৩ যাইতে পাইবা না। য়িহুহা তোমার ঈশ্বর পার হইবেন
তোমার আগে তিনি নাশ করিবেন সে বর্ণগিনকে তোমার
সন্মুখ হইতে . এবং তুমি ও তাহারদের অধিকার
পাইবা য়িহোশুয়াঁ ও পার হইবে তোমার আগে যেমত
৪ য়িহুহা কহিয়াছেন। য়িহুহা করিবেন তাহারদিগকে
যেমন করিলেন আমারদের সীহন ও ওগ রাজাকে
এবং তাহারদের দেশ যাহারদিগকে নাশ করিলেন।

৫ যিহুহা দিবেন তাহারদিগকে তোমারদের সম্মুখে
তোমারদের করিবার কারণ তাহারদিগকে সে সকল
আজ্ঞানুযায়ি যাহা আমি দিলাম তোমারদিগকে।
৬ বলবান ও নির্ভয় হও ভীত ও ত্রাসিত হইও না
কেননা যিহুহা তোমার ঈশ্বর আপনি যাইতেছেন
তোমার সহিত তিনি ছাড়িয়া না দিবেন ও ত্যাগ
করিবেন না তোমাকে।

৭ তৎকালে মোশা ডাকিয়া কহিলেন যিহোশুয়াঁকে
সকল যিশরালের দৃষ্টে তুমি বলবান ও নির্ভয় হও
কেননা তোমার যাইতে হইবে এ লোকের সহিত সে
দেশে যাহা যিহুহা কিরা করিলেন তাহারদের পিতৃর
দের কাছে তাহা দিতে তাহারদিগকে ও তুমি সে অধি
৮ কার দেওয়াইবা তাহারদিগকে। যিহুহা আপনিই
যাইতেছেন তোমার সম্মুখে তিনি ছাড়িবেন না ও
ত্যাগ করিবেন না তোমাকে ভয় না ভীত হইও না।
৯ পরে মোশা লেখিলেন এ ব্যবস্থা এবং তাহা
দিলেন লোইর সন্তান যাজকে লোকেরদিগকে
যাহারা বহে যিহুহার বন্দোবস্তের সিন্দুক এবং
১০ যিশরালের সকল প্রাচীন লোককে। এবং মোশা
এ কথা আজ্ঞা দিলেন তাহারদিগকে সাত বৎসরের
অন্তে মুক্ত করণের বৎসরের নিরূপিত সময়ে তাহাই
১১ তাম্বু পর্ব্বে যখন সকল যিশরাল দেখা করিতে
আইসে যিহুহার সাক্ষাত সে স্থানে যাহা পছন্দ
করিয়াছেন তখন পড় এ ব্যবস্থা সকল যিশরালের
১২ সাক্ষাত তাহারদের শ্রবণে। লোককে একত্র কর

পুরুষ ও নারী ও জ্বালিয়া ও বিদেশী যে তোমারদের
ঘরে তাহারদের শুনন ও শিক্ষা করন ও য়িহুহা
তোমারদের ঈশ্বরকে ভয় করনার্থে এবং এ ব্যবস্থার
১৩ সকল কথা মানিয়া করনার্থে। তাহারদের সন্তান
ও যাহারা কিছু জানিল না যেন তাহারা শুনিবে এবং
শিক্ষিবে য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বরকে ভয় করিতে
যে সকল দিন তোমরা বাঁচ সে দেশেতে যাহার
অধিকার পাইতে য়ির্দ্দনের পার হইতেছে।——

১৪ পরে য়িহুহা বলিলেন মোশাকে দেখ তোমার মরণ
কাল নিকট আছে য়িহোশুয়াকে ডাকিয়া সাক্ষাত
হও মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুতে যেন আমি আজ্ঞা
দিতে পারি তাহাকে। তখন মোশা ও য়িহোশুয়া
১৫ যাইয়া দাণ্ডাইল মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুতে। তৎকালে
য়িহুহা দেখা দিলেন পবিত্র তাম্বুতে মেঘের স্তম্ভতে
এবং মেঘের স্তম্ভ দাণ্ডাইল পবিত্র তাম্বুর দ্বারের
উপর।——

১৬ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে দেখ তুমি
শুইবা তোমার পিতৃরদের সহিত এবং এ লোক উঠিয়া
অক্রিয়া করিবেক সে দেশের বিদেশীরদের দেবতার
সহিত যাহারদের মধ্যে তাহারা যাই এবং আমাকে
ত্যাগ করিয়া লঙ্ঘিবে আমার বন্দোবস্ত যাহা
১৭ করিলাম তাহারদের সহিত তখন আমার ক্রোধ
জ্বলিবে তাহারদের উপর ও আমি ত্যাগ করিব
তাহারদিগকে ও মুখ গুপ্ত রাখিব তাহারদিগ
হইতে ও তাহারদের নাশ হবে অনেক দুর্গতি

ও দুঃখ ও ঘটিবে তাহারদিগকে যেন তাহারা সে
দিনে বলিবে আমারদের ঈশ্বর আমারদের মধ্যে নহে
সে কারন আমারদের এ সকল দুঃখ নহে সে দিনে
১৮ আমি অবশ্য গুপ্ত করিবা আমার মুখ সে সকল
দুষ্ট কার্য্যের কারন যাহা তাহারা করিল অন্য দেবের
১৯ সেবা করনেতে। অতএব এখন লেখ এ গীত
তোমারদের কারন ও তাহা শিক্ষা করাও য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে তাহা ও দেও তাহারদের মুখে যেন
এ গীত হইবে আমার সাক্ষী য়িশরালের সন্তানের
২০ ওপর। কেননা আমি তাহারদিগকে সে ভূমিতে
আনিয়া যাহা কিরা করিলাম তাহারদের পিতৃর
দিগকে দুগ্ধ মধু পরিপূর্ন দেশই ও তাহারা
খাইয়া পরিতোষ হইয়া এবং মোটা হইয়া আপনি
ফিরিবে অন্য দেবেরদিগে ও তাহারদের সেবা
করিয়া ক্রোধী করাইবে আমাকে ও লঙ্ঘিবে আমার
২১ বন্দোবস্ত। অনেক দুঃখ ও দুর্গতি তাহারদিগকে
ঘটিয়া তখন এ গীত সাক্ষীমত প্রমান দিবে তাহারদের
বিপরিতে কেননা তাহা বিস্মৃতি হবে না তাহারদের
সন্তানেরদের মুখ হইতে কেননা আমি জানি তাহার
দের ঠাওর যাহা আজি করিতেছে আমার তাহার
দিগকে আননের পূর্ব্বে সে দেশে যাহা কিরা
২২ করিলাম। অতএব মোশা লেখিল এ গীত সে দিনে
এবং শিক্ষাইল তাহা য়িশরালের সন্তানকে।

২৩ তিনি ও আজ্ঞা দিলেন নোনের পুত্র য়িহোশুয়াকে

এবং বলিল তুমি বলবান ও নির্ভয় হও কেননা
তুমি প্রবেশ করাইবা য়িশরায়েলের সন্তানেরদিগকে
সে দেশে যাহা দিতে কিরা করিলাম তাহারদিগকে
এবং আমি হইব তোমার সহিত।

২৪ পরে মোশা এ ব্যবস্থার কথা পুস্তিতে লেখিতে
২৫ শাঙ্গ করিয়া এ আজ্ঞা দিলেন য়িহুহার বন্দো
২৬ বস্তের সিন্দুককে বহন লোঙ্গিরদিগকে এ ব্যবস্থা
পুস্তি লইয়া থুও তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার
বন্দোবস্তের সিন্দুকের এক দিগে ও তাহা সেখানে
২৭ হইবে সাক্ষীর কারণ কেননা আমি জানি তোমার
হুজ্জত ও অলড় গিলা দেখ এখন আমি তোমারদের
মধ্যে জীবত থাকিলে তোমরা হুজ্জত করিতেছ
য়িহুহার সহিত তবে কত অধিক আমার মরনের
পরে।

২৮ তোমারদের গোষ্ঠীর সকল প্রাচীন লোক ও তোমার
দের অধ্যক্ষেরদিগকে একত্র করহ আমার কাছে ও
আমি কহিব এ সকল কথা তাহারদের শ্রবনে এবং
আমি স্বর্গ ও পৃথিবী সাক্ষী করাইব তাহারদের
২৯ ওপর কেননা আমি জানি যে আমার মরনের পরে
তোমরা বড় নষ্ট হইয়া ফিরিবা সে পথ হইতে যাহা
আমি আজ্ঞা করিলাম তোমারদিগকে এবং দুষ্টতা
ঘটিবে তোমারদিগকে শেষ কালে কেননা তোমারা
কুক্রিয়া করিবা য়িহুহার দৃষ্টে ক্রোধ করাইতে
৩০ তাহাকে তোমারদের হাতের ক্রিয়ায়। পরে মোশা

কহিলেন এ গীতের কথা য়িশরালের সকল সভার শ্রবনে তাহা শাঙ্গ করন পর্য্যন্ত।

পর্ব্ব ৩২

হে স্বর্গ অবধান কর ও আমি কহিব পৃথিবী ও শুনুক আমার মুখের কথা। আমার প্রসঙ্গ ২ বর্শিবে বৃষ্টির ন্যায় আমার কথা পড়িবে শিশীরের মত যেমন গুড়ানি বৃষ্টি কমল ঘাশের ওপর ও যেমন ৩ টিপটিপনী বৃষ্টি তৃনের ওপর। আমি প্রকাশ করিব য়িহুহার নাম তোমারদের ঈশ্বরের মহত্বতা ৪ হওনের কথা কহ। তিনি পর্ব্বত তাহার ক্রিয়া শুদ্ধ কেননা তাহার সকল পথ বিচার তিনি সত্যতার ঈশ্বর ও অন্যায়হীন প্রকৃতাধিক ও ধার্ম্মিক। ৫ তাহারা আপনারদিগকে নষ্ট করিয়াছে তাহারদের দাগ তাহার শিশুরদের দাগ নহে তাহারা গোঁয়ার ৬ বাঁকা পুরুষ। হে পামর ও অজ্ঞান লোক এমত কর য়িহুহাকে তিনি কি তোমারদের ক্রয়ক পিতা নহেন তিনি তোমারদিগকে কি নির্ম্মান ও স্থির না করিয়া ছেন।

৭ পূর্ব্ব দিন স্মরন কর অনেক পুরুষের কাল বিচার কর জিজ্ঞাসা কর তোমার পিতাকে তিনি দেখাইবেন তোমাকে তোমার প্রাচীন লোকেরদিগকে ও তাহারা ৮ কহিবেক তোমাকে। যখন সর্ব্বাধিক্ষ বর্নেরদের অধিকার ভাগ করিলেন মানুষের সন্তানেরদিগকে যখন ভিন্ন করিলেন তখন লোকেরদের সীমানা য়িশ ৯ রালের সন্তানেরদের গননা মত নিরূপন করিলেন। ১০ কেননা য়িহুহার অংশ তাহার লোক যাকুব তাহার

অধিকার তিনি পাইলেন তাহাকে বন দেশে শূন্য
ও গর্জ্জন নিরালয়ে তাহাকে তিনি ভ্রমণ করাইলেন ও
শিক্ষাইলেন তাহাকে ও রক্ষা করিলেন তাহাকে
১১ চক্ষুর তারার মত। যেমন নশর বাসা ঘুটে বাচার
ওপর পাখা লড়ে পাকা বাড়ে তাহারদিগকে লয়
১২ ও বহে আপনার পাকার ওপর। তেমন য়িহুহা আপনি
১৩ পথ দেখালেন তাহাকে ও অন্য দেব তাহার সহিত
নহে। তিনি পৃথিবীর ওচ্চ স্থানারোহণ করাইলেন
তাহাকে তাহারদের ক্ষেত্রের ফল খাওনার্থে ও
১৪ তিনি মধু চোসাইলেন তাহাকে পর্ব্বত হইতে ও তৈল
চকমকি পাথর হইতে। গরুর মাখন ও মেষের
দুগ্ধ ও মেষের বাচ্চার চরবি ও বশনের মেষ
ও ছাগল গোসের গিলার তৈল সুদ্ধ তুমি ও পান
করিয়াছ দ্রাক্ষাফলের নির্ম্মল রক্ত।

১৫ কিন্তু য়িশরোন মোটা হইয়া লাথি মারিল তুমি
মোটা হইয়াছ স্নিগ্ধ হইয়া গিয়াছ চরবাচ্ছাদিত
হইয়াছ সে আপনার সৃজ্জক ঈশ্বরকে ত্যাগ করিল
১৬ ও তুচ্ছ করিল তাহার পরিত্রানের পর্ব্বত। তাহারা অন্য
দেবের পূজা করিয়া ঘৃণ্য করাইল তাহাকে তাহারা
১৭ ঘৃনিত কার্য্য করিয়া ক্রোধি করাইল তাহাকে। তাহারা
দেবতার কাছে বলিদান করিল ঈশ্বরের কাছে নহে
তাহারদের অজ্ঞাত দেবের কাছে নূতন দেবই যা অল্প
দিনে হইল যাহা তোমারদের পিতৃগন ভয় করিল না।
১৮ যে পর্ব্বত জন্মাইল তোমাকে তাহা বিস্মৃতি হইয়াছ
১৯ ঈশ্বর তোমার জনক তোমার মনে নহেন। য়িহুহা

তাহা দেখিয়া ঘৃণা করিলেন তাহারদিগকে তাহার
২০ পুত্র কন্যার ক্রোধ করান কার্য্য দেখিয়া। ও বলিলেন
আমি মুখ গোপন করিব তাহারদিগ হইতে আমি
দেখিব কি হইবে তাহারদের শেষ কেননা এ পুরুষ
অতি গোঁয়ার সন্তান যাহারদেরে কিছু বিশ্বাস
২১ নহে। তাহারা তাপ করাইয়াছে আমাকে অনেশ্বরের
ক্রিয়াতে তাহারা রোষাইয়াছে আমার মন তাহারদের
শূন্যতার সেবাতে ও আমি ঘৃণা করাইব তাহার
দিগকে অলোকেতে পাগলি বর্ণতে ক্রোধ করাইব
২২ তাহারদিগকে। কেননা অগ্নি প্রজ্বলিত আছে আমার
ক্রোধে তাহা জ্বলিবে অতি গভীর নরক পর্য্যন্ত ও
সংহার করিবে পৃথিবী ও তাহার উৎপন্ন ও
২৩ পোড়াইবে পর্ব্বতের ভীত। আর২ পুযাদ জমাইব
তাহারদের ওপর আমার বান ফুরাইব তাহারদের
২৪ মারণেতে। তাহারদিগকে ক্ষুধে দগ্ধ হবে এবং
অতি তাপ ও তিক্ত সর্ব্বনাশে যাইয়া ফেলাইতে হবে।
আমি অন্তরদন্ত ও মৃত্তিকার সর্পের কোলাহল
২৫ পাঠাইব তাহারদের ওপর। বাহিরে তলোয়ার ভিতরে
ভয় বিংস করাইব যুবা ও আইবড় কন্যাকে স্তনপান
২৬ বালক ও পাকাচুল বুড়াকে। আমি কহিলাম
তাহারদিগকে কোনে চড়াইয়া ফেলিব আমি লোপ
২৭ করাইব তাহারদের নাম মানুষেরদিগ হইতে।
শত্রুর কোপ যদি ভয় না করিতাম পাছে শত্রুগণ
অসদ্ভব আচারে ও পাছে বলে আমারদের হাত
২৮ বলবান যিহুহা এ সকল না করিয়াছেন। কেননা

এ এক বিবেচনারহিত লোক তাহারদের মধ্যে বুদ্ধি
২৯ নহে। আহা যদিত তাহারা জ্ঞানবান হইয়া ইহা
বুঝিত যদি আপনারদের শেষ কাল মনে পড়িত।
৩০ এক জন কিমত পিছিবে সহস্রকে ও দুই জন কি
প্রকারে পলায়ন করাইবে দশ সহস্রকে যদি
তাহারদের পর্ব্বত বিক্রয় না করিত ও য়িহুহা রুদ্ধ
৩১ না করিতেন তাহারদিগকে। কেননা তাহারদের
পর্ব্বত আমারদের পর্ব্বতের মত নহে আমারদের শত্রু
৩২ আপনারা বিচার কর্ত্তা হইয়া। কেননা তাহারদের
দ্রাক্ষাবৃক্ষ সদমের দ্রাক্ষ হইতে ও ঊমরার ক্ষেত্র
হইতে। তাহারদের দ্রাক্ষাফল পিত্ত তাহারদের
৩৩ থোকা তিক্ত। তাহারদের দ্রাক্ষারস নাগের বীষ
৩৪ সর্পের দুরন্ত গরল। এটা কি রাখা নহে আমার
কাছে আমার ভাণ্ডারে মহর কি দেয়া বন্ধ নহে।
৩৫ দায়া ও প্রতিফল দেওন আমার। আপন কালে তাহার
দের পা পিছলিবে তাহারদের বিরুদ্ধ দশা নিকট
ভবিষ্যত যা তা বেগে ঘটিবে তাহারদের ওপর।
৩৬ কেননা য়িহুহা আপনার লোকের বিচার করিবেন
ও খিদ্যমান হইবেন আপনার দাসের বিষয় দেখিয়া,
যে তাহারদের সামর্থ গেল ও কেহ রুদ্ধ নহে কেহ
৩৭ রক্ষি রহে নহে। তৎকালে তিনি বলিবেন তাহার
দের দেবগণ কোথায় তাহারদের বিশ্বাস পাত্র পর্ব্বত
৩৮ যে তাহারদের বলিদানের চরবি খাইয়াছে ও তাহার
দের পানীয় তৎস্বর্গের দ্রাক্ষারস পীয়াছে তা কোথায়
তাহারা উঠিয়া তোমারদের ওপকার করুক তাহারা

৩৯ তোমারদের রক্ষ হওক। এখন দেখ আমি আমিই
সে ও কোন দেবতা আমার সহিত নহে আমি মারি
ও আমি জীবাই আমি বিন্দি ও আমি সুস্থ করি এবং
৪০ কেহ নহে যে তারিতে পারে আমার হাত হইতে। কেননা
৪১ আমি স্বর্গেতে হাত ওঠিয়া বলি আমি সদাকাল
জীবত হই। আমি আমার তেজস্কর তিলোয়ারের শান
যদি দেই ও আমার হাত শত্রুকে প্রতিফল দিবার যদি
৪২ ধরে তবে আমার শত্রুরদিগকে শাস্তি আমার ঘৃণা
কর্ত্তাকে ক্রিয়ার ফল দিব। আমার বান রক্তে বেসোর
করাইব আমার তলোয়ার মাংস খাইয়া ফেলিবে মরা
ও লুটিতের রক্ততে শত্রুরদের ফল দেওন ওদ্যত আরম্ভ
৪৩ হইতে। হে বর্ণগন স্তব কর তাহার লোকের সহিত
কেননা আপনার দাসের হত্যার দায়া করিলেন তাহার
দের বিপক্ষেরদিগকে সাজা দিবেন এবং দয়া করিবেন
আপনার দেশ ও আপনার লোককে।

৪৪ পরে যোশা আসিয়া বলিলেন এ গীতের সকল
কথা সে লোকের শ্রবনে তিনি ও নোনের পুত্র হোশা
৪৫ ও যোশা এ সকল কথা কহিতে শাঙ্গ করিলেন
৪৬ য়িশরালের সকলকে। পরে তিনি বলিলেন তাহার
দিগকে মনযোগ করিয়া এ সকল কথা মান
করিতে যাহা আমি আজি কহিয়াছি তোমারদিগকে
ও তাহা আজ্ঞা কর তোমারদের সন্তানেরদিগকে
৪৭ ও এ ব্যবস্থার কথা পালন করিতে কেননা এ তোমার
অনর্থক কার্য্য নহে তাহাই তোমারদের জীবনার্থে
এবং ইহাতে তোমরা বাড়াইবা তোমারদের কাল

সে দেশে যাহার অধিকার পাইতে যির্দ্দনের পার
হইতেছ।

৪৮ সেই দিনে যিহোবা কহিলেন এ কথা মোশাকে
৪৯ এ অবরিম পর্ব্বতের উপরে যাও নব পর্ব্বতে যাহা
মোয়াব দেশে যিরিহোর সম্মুখে এবং দেখ কনাঁয়ন
দেশ যাহা আমি অধিকারার্থে দিতেছি যিশ্রায়েলের
৫০ সন্তানেরদিগকে। ও সে পর্ব্বতে গমন
করিয়া মর ও একত্র হও তোমার লোকের সহিত
যেমত তোমার ভ্রাতা আহারন হর পর্ব্বতে মরিয়া
একত্র জিলেন তাহার লোকের সহিত কেননা তোমরা
৫১ পাপ করিলা আমার বিপরিতে যিশ্রায়েলের সন্তানের
দের দৃষ্টে আমাকে পবিত্র না করিয়া যিশ্রায়েলের
সন্তানেরদের মধ্যে মরিবা কদেশের জলের কাছে
৫২ জেন বনে। সে কারনে তুমি দেখিবা সে দেশ
যাহা আমি দেই যিশ্রায়েলের সন্তানেরদিগকে কিন্তু
তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

পর্ব্ব ৩৩ পরে ভগবানের মানুষ মোশা এ বর দিলেন
১ যিশ্রায়েলের সন্তানেরদিগকে তাহার মরনের পূর্ব্বে
ও বলিলেন যিহোবা আইলেন সীনা হইতে ও প্রসন্ন
জিলেন তাহারদিগকে শইীর থাকিয়া তিনি তেজি
লেন পারন পর্ব্বত থাকিয়া এবং আইলেন তাহার
দশ২ সহস্র পুণ্যবান সহিত করিয়া তাহার দক্ষিন
৩ হস্ত দিয়া এক অগ্নীয় ব্যবস্থা বাহিরিল তাহারদের
জন্য। বটে তিনি স্নেহ করিলেন সে লোককে তাহার

সকল পুণ্যবান তোমার হাতে ও ইহারা তোমার
৪ চরণে বসিয়া প্রতি জন শুনিবে তোমার কথা। মোশা
ব্যবস্থা দিলেন আমারদিগকে তাহাই যাঁকুবের মণ্ডলির
৫ অধিকার। তিনি ছিলেন রাজা যিরোণের লোকের
অধ্যক্ষের সভায় ও যিশরালের গোষ্ঠীর মণ্ডলিতে।
৬ বাঁচুক রাঊবন সে মরুক না তাহার লোক অল্প
হওক না।

৭ যিহোদার এ আশীর্ব্বাদ। সে বলিল অহে
যিহুদা শুন যিহোদার কথা ও আনহ তাহাকে তাহার
লোকের কাছে তাহার হাত প্রচুর হওক আপনার
কারণ ও তুমি হও তাহার উপকারী শত্রুর বিপরিতে।
৮ তিনি লেইর বিষয় কহিলেন এ কথা। হওক তোমার
তুমিম এবং তোমার আওরিম তোমার ধার্ম্মিকের
সহিত যাহার পরিক্ষা লইয়াছ মসায় ও যাহার সহিত
৯ দ্বন্দ্ব করিয়াছ মরিবার জলেতে। যে কহিল
আপনার পিতা মাতাকে আমি তাহাকে দেখিলাম না
আপনার ভাইকে ও স্বীকার করিল না ও আপনার
শিশুরদিগকে চিনিল না কেননা তাহারা পালন করিল
১০ তোমার কথা ও মানিল তোমার বন্দোবস্ত। তাহারা
শিক্ষাইবে তোমার ব্যবস্থা যাকুবকে ও তোমার শাস্ত্র
যিশরালকে। তাহারা দিবে সুগন্ধ তোমার অগ্নে
১১ ও আহুতি তোমার যজ্ঞকুণ্ডের ওপর অহে যিহুদা
বর দেও তাহার ধন ও গ্রহন কর তাহার হাতের
ক্রিয়া তাহার বৈরি ও শত্রুর কমর বিন্ধিয়া ফেল
যেন ওঠিতে পারে না।

১২ তিনি বলিলেন বেনিয়মের বিষয় যিহুহার প্রিয়
নিরাপদে বাস করিবে তাহার নিকট যিহুহা
ঢাকিবেন তাহাকে সমস্ত দিন এবং সে বাস করিবে
তাহার স্কন্ধের মধ্যেখানে।

১৩ যুসফের বিষয় ও বলিলেন তাহার দেশ যিহুহার
বরপ্রাপ্য স্বর্গের উত্তম বস্তু পাইয়া শিশির ও
১৪ গোভীর যে নিচে থাকে তাহার বস্তু পাইয়া ও
সূর্য্যোৎপন্নীয় ও চন্দ্রোৎপন্নীয় উত্তম বস্তু পাইয়া
১৫ ও পূর্ব্বকালের পর্ব্বতের উত্তম উৎপত্তি ও অজর
১৬ গিরির উৎপন্ন পাইয়া এবং পৃথিবীর উত্তম
বস্তু ও তাহার পূর্ণতা পাইয়া ও তাহার স্নেহ যিনি
বাস করিলেন ঝোপে তাহার কারণে আশীর্ব্বাদ
আইসুক যুসফের মাথায় ও তাহার মাথা শিখায়
১৭ যে ভিন্ন ছিল তাহার ভ্রাতাগন হইতে। তাহার তেজ
তাহার সুন্দর গরুর মত তাহার শৃঙ্গ প্রথম জাত
গাণ্ডারের শৃঙ্গের মত তাহা দিয়া লোককে গুতিবে
পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ইহারাই আফ্রিমের দশ
সহস্র ও ওহারা মনশার সহস্রগন।

১৮ পরে বলিলেন জেবুলনের বিষয় হে জেবুলন
বাহির যাওনের আনন্দ কর এবং হে যিশশ্বর তুমি
১৯ তোমার তাম্বুতে তাহারা লোককে ডাকিবে পর্ব্বতে
তাহারা সে স্থানে পুকৃত বলিদান করিবে তাহারা
চোসিবে সমুদ্রের ধন এবং বালুর গুপ্ত বস্তু।

২০ পরে বলিলেন গদের বিষয় যে গদকে বাড়ায় সে

বরপ্রাপ্য। সে বসতি করে যেন সিংহ সে চিরিয়া
২১ ফেলিবে হাত ও মাথা শিখা। সে ও করিল
আপনার শ্রেষ্ঠভাগ কেননা তাহার স্থিতি সেখানে
ব্যবস্থা কর্ত্তার এক অংশে সে আইল লোকের অধ্য
ক্ষেরদের সহিত সে করিল য়িস্রহার প্রতিফল দেওন
ও তাহার ব্যবস্থিত ক্রিয়া য়িশরালের সহিত।
২২ পরে বলিলেন দনের বিষয়। দান আজে সিংহের
বাচ্চা সে লাফ দিবে বশন হইতে।
২৩ নপ্তলির বিষয় বলিল। হে নপ্তলি অনুগ্রহ পরি
তুষ্ট ও য়িস্রহার বরপূর্ণ পশ্চিম ও দক্ষিণদিগের
অধিকারী হও।
২৪ আশরের বিষয় বলিল। আশর হউক সন্তানবর
প্রাপ্য তাহার ভ্রাতারদের মধ্যে সুগ্রাহ্য ও পা
২৫ ডুবুক তৈলে। তোমার জুতা লোহা ও পিতল
ও যেমন তোমার দিন তেমন তোমার বল হবে
২৬ য়িশরোনের প্রভুর মত কেহ নহে যিনি স্বর্গা
রোহন করিতেছেন তোমার উপকার করণেতে এবং
২৭ মেঘেতে তাহার মহত্বতায়। অনন্ত ভগবান তোমার
আশ্রয় ও অক্ষয় হস্ত নিচে থাকে তিনি দূর
করিবেন শত্রুগনকে তোমার সম্মুখ হইতে ও
২৮ বলিলেন সববনাশ কর। য়িশরাল একা হইয়া
নির্ভয় বাস করিবে যাঁকুবের ওনই হবে সস্য ও
দ্রাক্ষারসের দেশে স্বর্গ থাকিয়া ও শিশির পড়াইবে।
২৯ হে য়িশরাল তুমি সুখী হে য়িস্রহার তারিত লোক কেতা
তোমার ন্যায় তিনি তোমার উপকারির ঢাল ও তিরি

তোমার মহীমার তলোয়ার ও তোমার শত্রুগণ হইবে
মিথ্যাবক্তা তোমার তাঁই ও তুমি দলাইবা তাহারদের
উচ্চস্থানের উপর।

পর্ব্ব ৩৪ পরে মোশা মোয়াবের সমান ভূমি হইতে গেলেন
নব পর্ব্বতের পসগার মাথায় যিরিহোর সম্মুখে
ও যিহোবা দেখাইলেন তাহাকে গিলিয়দের সমস্ত
২ দেশ দন পর্য্যন্ত। ও নপ্তলির সকল ও আফ্রিম
ও মনশীর দেশ এবং যিহোদার সকল দেশ অতি
৩ দূর সমুদ্র পর্য্যন্ত। দক্ষিণ ও সমান ভূমি ও যাঙ্কুর
বৃক্ষের সহর তাহা যিরিহো তাহার মাট চঙর
৪ পর্য্যন্ত এবং যিহোবা কহিলেন তাহাকে এই সে দেশ
যাহা আমি কিরা করিলাম আবরহাম ও যিচহাক
ও যাঁকুবকে কহিয়া আমি দিব তাহা তোমার সন্তানের
দিগকে। আমি তাহা দিয়াইয়াছে তোমাকে তোমার
চক্ষুর গোচরে কিন্তু সে স্থানে যাইতে পাইবা না।

৫ পরে যিহোবার দাস মোশা মরিল সে স্থানে
৬ যিহোবার কথানুযায়ি মোয়াব দেশে ও তিনি
তাহার কবর দিলেন সে মাটে মোয়াব দেশে বীত
ফাওরের সম্মুখে কিন্তু আজি পর্য্যন্ত কেহ জানে
৭ তাহার কবরস্থান। মোশার মরণ কালে তাহার
বয়ক্রম ছিল এক শত কুড়ি বৎসর তাহার দৃষ্টে
১৮ ক্ষয় ছিল না ও তাহার বল ওন নহে। ও মোশার
কারন য়িশরালের সন্তানেরা শোকিত ছিল ত্রিশ
দিন মোয়াবের সমান ভূমিতে পরে শোক করনের
দিন মোশার কারন সাঙ্গ হইল।

৯ তৎপর নোনের পুত্র যিহোশুয়া জ্ঞানাত্মা পূর্ণ ছিল
কেননা মোশা হাত দিয়াছিল তাহার ওপর ও
যিশরায়েলের সন্তান শুনিল তাহার কথা ও করিল
যেমন যিহুহা আজ্ঞা দিয়াছিলেন মোশাকে।

১০ মোশার তুল্য আর কোন ভবিষ্যত বক্তা ছিল না
যিশরায়েলের মধ্যে যাহার সহিত যিহুহার পরিচয়
১১ মুখা মুখে সে সকল চিহ্ন এবং আশ্চর্য্য কার্য্যে
যাহা করিতে পাঠাইলেন তাহাকে মিচর দেশে
১২ ফারোওা ও তাহার সকল চাকরের ওপর ও তাহার
সকল দেশে ও সে বলবান হাতে ও মহা ভয়ে
যাহা মোশা দেখাইল সকল যিশরায়েলের দৃষ্টে।